ডিসেম্বর ২০২১ ■ বর্ষ ০৬ ■ সংখ্যা ১২

বন্দর বার্তা

মেরিটাইম বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

সক্ষমতা ছাড়িয়ে সম্ভাবনার পথে
চালনা পোতাশ্রয় থেকে মোংলা বন্দর

বিশেষ সাক্ষাৎকার
খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী, নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

জাহাজ ভাঙা শিল্পে তৃতীয়বারের মতো শীর্ষে বাংলাদেশ
চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় দূষণের শাস্তি বাড়ছে

ডিসেম্বর ২০২১
বর্ষ ০৬, সংখ্যা ১২

বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মেরিটাইম
বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

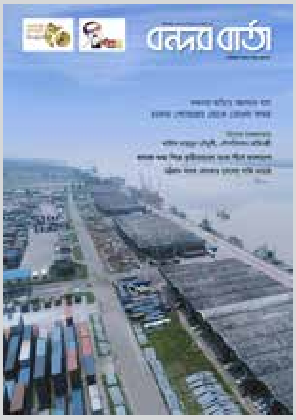

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান,
এনপিপি, বিসিজিএমএস, এনডিসি,
পিএসসি, বিএন

সম্পাদক
জাফর আলম

সম্পাদনা পর্ষদ
রম্য রহিম চৌধুরী
মো. মমিনুর রশিদ
মো. ওমর ফারুক
মাহবুব মোরশেদ চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
তাজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
বিপ্লব সরকার

নিয়মিত প্রদায়ক
এনামুল করিম
কাজী মেরাজ উদ্দিন আরিফ
শরিফুল আলম শিমুল

প্রতিবেদক
ওমর ফারুক ইমন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মনির খান শিমুল

জনসংযোগ
মো. শফিউল আজম খান
এ এন এম ফারুক হোসেন চৌধুরী

আলোকচিত্রী
এস এম শামসুল হুদা

ডিজাইন ও ডিটিপি
তৌফিক আহমেদ
আবিদা হাফছা
মাহমুদ হোসেন প্রিন্স

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
হাবিবুর রহমান সুমন, আলেয়া ফেরদৌসী

প্রকাশক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর পক্ষে
কনটেন্ট পরিকল্পনা ও প্রণয়ন,
ডিজাইন, প্রকাশনা:

ENLIGHTEN | VIBES

বাড়ি ০৬, সড়ক ০৩, সেক্টর ০৫
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০২-৪৮৯৫৬৭৪৮
ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
বন্দরভবন, ৩য় তলা, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০৩১-২৫১০৮৬৯
ইমেইল: bandarbarta@gmail.com

সম্পাদকীয়

সরকারের টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনায় মোংলা বন্দর দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে উঠছে

দেশের দ্বিতীয় প্রধান সমুদ্রবন্দর মোংলা বন্দর। ছোট ছোট পদক্ষেপে পেরিয়ে এসেছে অনেকটা পথ; এ বছর পালিত হলো বন্দরটির ৭১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। মূলত পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৫০ সালের ১ ডিসেম্বর মোংলা বন্দরের যাত্রা শুরু।

আশাবাদ নিয়ে শুরু হলেও মোংলা বন্দরকে চলতে হয়েছে অনেক প্রতিকূলতা নিয়ে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে স্বল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত বন্দরকে সচল করে তোলা হয় এবং তিনি জেটি নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তারই ফলশ্রুতিতে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মোংলা লাভজনক বন্দর হিসেবে পরিচিতি ছিল। এরপর থেকে ধীরে ধীরে বন্দরের অবস্থার অবনতি হতে থাকে। বিশ্ববাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের মন্দা, দেশের পাটকলগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া ও রপ্তানি পণ্যে বৈচিত্র্য আসায় বন্দর দিয়ে রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। পরবর্তী বছরগুলোতে বিশেষ করে ৯০-এর দশক থেকে অবহেলা ও পশুর নদীর চ্যানেলে নাব্যতা কমে যাওয়ায় মোংলা বন্দরের ব্যবহার উপযোগিতা কমে আসে। একপর্যায়ে মোংলা বন্দর প্রায় জাহাজশূন্য হয়ে পড়ে। ফলে ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০০৬-০৭ অর্থবছর পর্যন্ত বন্দরের লোকসানের পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটি ৫২ লাখ টাকা। তবে ২০০৮ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে মোংলা বন্দর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মৃতপ্রায় মোংলা বন্দর পেয়েছে নতুন জীবন। লোকসান, ধর্মঘট আর জাহাজশূন্য চ্যানেল–এই তিন শব্দ এখন সুদূর অতীত। গত এক যুগে বন্দরের আয় বেড়েছে প্রায় ৪৩ গুণ। সরকারের টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের কারণে অবহেলিত বন্দরের তকমা ছেড়ে মোংলা বন্দর দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে উঠছে।

বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯ সালের জুন থেকে ২০২০ পর্যন্ত ১৮টি প্রকল্পসহ ৫০টির অধিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ও তিনটি প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় আছে। মোংলা বন্দর দিয়ে ২০১৯ সালে পোশাক রপ্তানি শুরু হওয়ার পর অল্প সময়েই পোশাক রপ্তানিতে বেশ চাহিদা বেড়েছে এ বন্দরের। পদ্মা সেতু, রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মতো উন্নয়ন প্রকল্প মোংলা বন্দরের গুরুত্ব বাড়াচ্ছে প্রতিনিয়ত। ইতিমধ্যেই ভারতের 'সেভেন সিস্টার্স' ও নেপাল এবং ভুটানের ট্রানজিট বন্দর হিসেবে নিজের অবস্থান জানান দিয়েছে মোংলা। সব মিলিয়ে অমিত সম্ভাবনার হাতছানি মোংলা বন্দরের সামনে। মোংলা বন্দরের আদ্যোপান্ত নিয়ে রয়েছে এবারের মূল আয়োজন।

প্রিয় পাঠক, আরও একটি করোনাক্রান্ত বছর পার করতে যাচ্ছি আমরা, ২০২০ সালের মতো তীব্র না হলেও বছরের শুরুতে করোনার ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট এবং শেষদিকটায় ওমিক্রন সারা বিশ্বকে আতঙ্কিত করে রেখেছে। আশার কথা, এমন প্রতিকূল অবস্থাতেও বাংলাদেশের মেরিটাইম খাত উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছে। তবে ওমিক্রন খুব একটা শক্তিশালী না হলেও এর অতিসংক্রামক বৈশিষ্ট্য পরিস্থিতি খারাপ করে তুলতে পারে। যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাই এই ভাইরাস থেকে বাঁচার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

প্রিয় পাঠক, আমরা চাই এ দেশের মেরিটাইমচর্চাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাতে। বৈচিত্র্যময় আঙ্গিকে, সমৃদ্ধ কলেবরে বন্দরবার্তার পথচলা বাংলাদেশের মেরিটাইম খাতের বিকাশে আরও সহায়ক হবে–সেই প্রত্যাশা। বছরজুড়ে সাথে থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা, সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

জাফর আলম
সম্পাদক

বন্দর বার্তা

এ সংখ্যায় থাকছে

প্রধান রচনা

সক্ষমতা ছাড়িয়ে সম্ভাবনার পথে চালনা পোতাশ্রয় থেকে মোংলা বন্দর

০৪

সরকারের টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের কারণে একাত্তর বছর পেরিয়ে মোংলা বন্দর এখন দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে উঠছে। এক যুগ বন্দরটির আয় বেড়েছে প্রায় ৪৩ গুণ। ইতিমধ্যে ভারতের 'সেভেন সিস্টার্স' ও নেপাল এবং ভুটানের ট্রানজিট বন্দর হিসেবে নিজের অবস্থান জানান দিয়েছে মোংলা। কোভিড-১৯ সংক্রমণও প্রভাব ফেলতে পারেনি মোংলা বন্দরে জাহাজ আগমনে।

সম্পাদকীয় ▪ ০২

মুখর বন্দর ▪ ১৯

- বিনিয়োগ সুবিধা লুফে নিতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান
- জাহাজ ভাঙা শিল্পে তৃতীয়বারের মতো শীর্ষে বাংলাদেশ
- তৃতীয় দফায় ৬ হাজার ৭৫২ শ্রমিককে প্রণোদনা দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর
- চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় দূষণের শাস্তি বাড়ছে
- চট্টগ্রাম বন্দরে চালু হচ্ছে 'ইলেকট্রনিক ডেলিভারি অর্ডার'
- মাতারবাড়ী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর
- লজিস্টিকস খাতের উন্নয়নে প্রয়োজন সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ
- ব্লু ইকোনমি সম্প্রসারণে প্রয়োজন পরিকল্পিত বিনিয়োগ
- অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি করতে সম্মত হয়েছে ইন্দোনেশিয়া
- লাইটার জাহাজের ভাড়া ১৫ শতাংশ বেড়েছে
- ডিজেলের দাম সমন্বয়ে সরকারের প্রতি আহ্বান বিজিএমইএর
- বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সুপারিশ জাতিসংঘের
- মেরিটাইম জোন আইন সংশোধনের প্রস্তাব পাস সংসদে

খতিয়ান ▪ ২৩

বন্দরের কার্গো ও কনটেইনার ওঠানামার তুলনামূলক মাসিক পরিসংখ্যান

বন্দর বিচিত্রা ▪ ১৮

বন্দর পরিচিতি: *আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর*
মেরিটাইম ইভেন্টস: *মেরিটাইম বিষয়ক নানা আয়োজনের সূচি*

আন্তর্জাতিক সংবাদ ▪ ১৪

- কপ২৬ সম্মেলনে সামুদ্রিক জলবায়ু সুরক্ষার পালে হাওয়া
- আর্কটিকে ব্ল্যাক কার্বন নিঃসরণ কমানোর উদ্যোগে অগ্রগতি
- ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিচ্ছে রেকর্ড সংখ্যক অভিবাসনপ্রত্যাশী
- যুক্তরাষ্ট্রে অফশোর তেল-গ্যাসের ঐতিহাসিক ইজারা নিলাম অনুষ্ঠিত
- সমুদ্র পরিবহনের ব্যয় বৃদ্ধিতে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ব্যাহত হতে পারে: আঙ্কটাড
- শ্রীলংকায় টার্মিনাল নির্মাণ করবে ভারত ও চীন
- যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম অফশোর ফার্মের নির্মাণকাজ শুরু
- বন্দর ও লজিস্টিকস খাতের সংস্কারে বড় অংকের বিনিয়োগ চুক্তি করেছে ইন্দোনেশিয়া
- সংকট কাটিয়ে প্রবৃদ্ধির পথে যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা আমদানি
- এক্স-প্রেস পার্লের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারে কাজ করবে চীনা রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি
- হুন্দাইয়ের দাইয়ু অধিগ্রহণে জট কাটছে
- ২০৫০ সাল নাগাদ নিট জিরো কার্বন নিঃসরণের পক্ষে ইন্টারট্যাংকো
- প্লাস্টিক হারভেস্টারের প্রোটোটাইপ পরীক্ষা সম্পন্ন
- নাম থেকে রয়েল ডাচ্ বাদ দিচ্ছে শেল
- সাপ্লাই চেইনের দুরবস্থায় মন্থর বিশ্ববাণিজ্যের গতি: ডব্লিউটিও
- নিউক্লিয়ার প্রপালশনে ভবিষ্যৎ খুঁজছে যুক্তরাষ্ট্র

১০

বিশেষ সাক্ষাৎকার

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধু ছিলেন মেরিটাইম ভিশনের স্থপতি। ১৯৭৪ সালেই তিনি 'টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট' প্রবর্তনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ মেরিটাইম বাংলাদেশের ভিত রচনা করে গেছেন। সেই ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে ২০১২ সালে মিয়ানমারের সাথে ও ২০১৪ সালে ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ-সংক্রান্ত বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি হয়েছে। এই অর্জন সুনীল অর্থনীতিকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার নতুন সম্ভাবনা উন্মোচন করেছে।

১৯

এক মাসে রেকর্ড সংখ্যক রপ্তানি পণ্যবাহী কনটেইনার হ্যান্ডলিং করেছে চট্টগ্রাম বন্দর

রপ্তানি পণ্যবাহী কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে রেকর্ড করেছে চট্টগ্রাম বন্দর। অক্টোবরে রপ্তানি পণ্যের কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে ৭২ হাজার ৬৪২ একক, যা এখন পর্যন্ত এক মাসে সর্বোচ্চ পরিমাণ হ্যান্ডলিং। দেশের পোশাক খাতের ওপর ভিত্তি করে রপ্তানি বাণিজ্যে গতি ফিরে আসায় এ রেকর্ড গড়া সম্ভব হয়েছে।

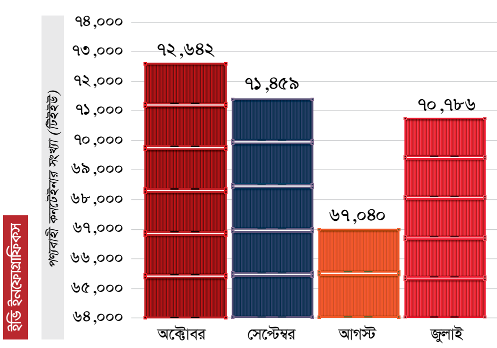

২০

মুখর বন্দর

চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় দূষণের শাস্তি বাড়ছে

চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় দূষণ করলে সর্বোচ্চ দুই বছরের জেল এবং ২ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রেখে 'চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বিল-২০২১' সংসদে তোলা হয়েছে। ১৫ নভেম্বর নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন। পরে সেটি পরীক্ষা করে ৬০ দিনের মধ্যে সংসদে প্রতিবেদন দিতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়। ১৯৭৬ সালের চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ বাতিল করে নতুন আইন করতে বিলটি আনা হয়েছে। বিদ্যমান আইনে বন্দর এলাকা দূষণের জন্য সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা জরিমানার বিধান আছে।

১৯৫০ সালের ১ ডিসেম্বর
মোংলা বন্দরের যাত্রা শুরু

সর্বশেষ অর্থবছরে মোংলা বন্দরের মুনাফা ১৩০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে

সক্ষমতা ছাড়িয়ে সম্ভাবনার পথে

চালনা পোতাশ্রয় থেকে মোংলা বন্দর

মো. জহিরুল হক, ওমর ফারুক ইমন

লোকসান, ধর্মঘট আর জাহাজশূন্য চ্যানেল, এই তিন শব্দ এখন সুদূর অতীত। এক যুগ আগে মোংলা বন্দরের যত সংবাদ গণমাধ্যমে আসত, তার বেশির ভাগ ছিল এসব নেতিবাচক শব্দে ভরা। ২০০৭-০৮ সালের পূর্ববর্তী অর্থবছরগুলোতে ক্রমাগত লোকসানের বিপরীতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রায় তিন কোটি টাকা মুনাফা করে মোংলা বন্দর। সর্বশেষ অর্থবছরে মুনাফা ১৩০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে, যা এক যুগ আগের তুলনায় প্রায় ৪৩ গুণ। পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি নির্ভরতায় গড়ে ওঠা মোংলা বন্দর দিয়ে ২০১৯ সালে পোশাক রপ্তানি শুরু হওয়া ছিল বন্দরটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল। পদ্মা সেতু, রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মতো উন্নয়ন প্রকল্প মোংলা বন্দরের গুরুত্ব বাড়াচ্ছে প্রতিনিয়ত। ইতিমধ্যে ভারতের 'সেভেন সিস্টার্স' ও নেপাল এবং ভুটানের ট্রানজিট বন্দর হিসেবে নিজের অবস্থান জানান দিয়েছে মোংলা। প্রতিষ্ঠার ৭১ বছর পূর্তি ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এসব সুখকর সংবাদের পেছনের যাত্রা সহজ ছিল না। সরকারের সুষম উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের কারণে মোংলা অবহেলিত বন্দর থেকে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে উঠেছে।

পাট রপ্তানির ওপর ভিত্তি করেই শুরু

দেশভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল পাট ও পাটজাত দ্রব্য। পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম হওয়ায় এই বন্দর দিয়ে রপ্তানি পণ্যের পুরোটাই পরিবহন করা হতো। এর অবস্থান দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে। অথচ দেশের পাট ও পাটজাত পণ্যের বেশির ভাগ উৎপাদন হতো দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে। ফলে পরিবহন ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের বিকল্প খুঁজতে থাকে তৎকালীন সরকার। একই সময় কোরিয়া যুদ্ধ শুরু হলে আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। তখন চট্টগ্রাম বন্দরের পক্ষে এককভাবে রপ্তানি পণ্য পরিবহন কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বের কথা চিন্তা করে তৎকালীন সরকার পূর্ব পাকিস্তানে দ্বিতীয় সমুদ্রবন্দর স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সরকারি উদ্যোগে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় সম্ভাব্যতা যাচাই এবং স্থান নির্বাচনের কাজ শুরু হয়। দীর্ঘ সমীক্ষার পর খুলনা ও বাগেরহাটের মধ্যবর্তী পশুর নদীতে দেশের দ্বিতীয় সমুদ্রবন্দর স্থাপনের উপযোগী বলে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। এ প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে ১৯৫০ সালে ১ ডিসেম্বর মোংলা বন্দরের যাত্রা শুরু। প্রতিষ্ঠার ১০ দিন পর ১১ ডিসেম্বর ব্রিটিশ বাণিজ্য জাহাজ সিটি অব লিয়ন্স সুন্দরবনের মধ্যে পশুর নদীর জয়মনিরগোল নামক স্থানে নোঙর করে। এটাই ছিল মোংলা বন্দর প্রতিষ্ঠার পর প্রথম জাহাজ আগমন। ১৯৫১ সালের ৭ মার্চ জয়মনিরগোল থেকে ১৪ মাইল উজানে চালনা নামক স্থানে এ বন্দর স্থানান্তর হয়। সেখানে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত এ বন্দরের কার্যক্রম চলে। পরে স্যার ক্লাইভ অ্যাংনিস পশুর ও শিবসা নদী জরিপের জন্য আসেন। জরিপের পর তিনি প্রতিবেদনে বন্দরকে চালনা থেকে সরিয়ে মোংলায় প্রস্তাব করেন। চালনা থেকে ৯ থেকে ১০ মাইল ভাটিতে মোংলা নদী এবং পশুর নদীর সংযোগস্থলের নাম ছিল মোংলা। এখানে নদীর নাব্যতাও ছিল বেশি। সুবিস্তৃত স্থলভাগ ও বন্দর নির্মাণের উপযোগী হওয়ায় ১৯৫৪ সালের ২০ জুন বন্দরকে সরিয়ে মোংলায় নিয়ে আসা হয়।

পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চিনি, চামড়া ও নিউজপ্রিন্টের ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের কারণে মোংলা বন্দরকে অবকাঠামোগতভাবে সক্ষম করে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে সরকার। ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মেসার্স ফ্রেডারিক আর হারিস নামক একটি কনসালট্যান্সি প্রতিষ্ঠানকে বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সমীক্ষা পরিচালনায় নিয়োজিত করে। সমীক্ষার পর প্রতিষ্ঠানটি পশুর নদীর পূর্ব তীরে এটিকে স্থায়ী বন্দর হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব বলে প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। এ সমীক্ষার প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান সরকার ২১ কোটি টাকা বরাদ্দ করে মোংলার উন্নয়নে। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ভূমি হুকুমদখল, জল জরিপ এবং আনুষঙ্গিক কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়।

জমি হুকুমদখল করা হয় ২ হাজার ৫৮ একর। ১৯৬৭ সালে যুগোশ্লাভিয়ার মেসার্স উজান মিলুটোনিভিক পিম এবং মেসার্স ব্রোডোইম পেকস কোম্পানির সাথে জেটি নির্মাণে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেসের চুক্তি স্বাক্ষর হয়। জেটি নির্মাণে দেশটির ঋণের পরিমাণ ছিল ১৮ দশমিক ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বন্দর সম্প্রসারণের কাজ চলে।

মুক্তিযুদ্ধে মোংলা বন্দর

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বন্দরের সকল কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ২৫ মার্চের পর পাকবাহিনী মোংলা বন্দর দখল করে নিতে চাইলে সশস্ত্র বাঙালি যুবকেরা সেখানে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। স্বাধীনতার দাবিতে শ্রমিক-কর্মচারী-ছাত্র-জনতা সকলেই ছিল ঐক্যবদ্ধ। মার্চের ২৮-২৯ তারিখ পাক নৌবাহিনী যুদ্ধ জাহাজ থেকে একটানা শেল নিক্ষেপ করা শুরু করে। এতে বাঙালিদের অনভিজ্ঞ দুর্বল প্রতিরক্ষা ব্যূহ গুঁড়িয়ে যায়। বন্দর জনশূন্য হয়ে পড়ে। শেলের আঘাতে বন্দরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। পরে পাকবাহিনী বন্দর দখল করে তা চালু করার চেষ্টা চালাতে থাকে। প্রথমে বন্দর জাহাজশূন্য হয়ে পড়লেও পরে পাকিস্তানিদের ব্যাপক প্রচারণার কারণে দু-একটি জাহাজ আসতে থাকে। পাক সরকার এ বন্দর চালুর মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানে সবকিছুই স্বাভাবিক। বিপুল সংখ্যক পাকসেনা বন্দর এলাকায় শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলে। সেখানকার পাকিস্তান নৌবাহিনীও ঘাঁটি থেকে তাদের সহায়তা করতে থাকে। আগস্টের মাঝামাঝি মুক্তিযোদ্ধারা মোংলায় গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে বন্দরকে অকেজো করে দেয়। এটা ছিল ওই সময়কার একটা সাড়া জাগানো ঘটনা।

এর আগে জুন মাসের প্রথম দিকে ফ্রান্স থেকে পাক নৌবাহিনীর বেশ কয়েকজন বাঙালি সাবমেরিনার পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। তারাসহ আরও কিছু সাহসী যুবককে নিয়ে মুক্তিবাহিনীর নৌকমান্ডো ইউনিট গঠন করা হয়। তাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয় ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী কোনো এক গোপন স্থানে। এ ক্যাম্পের সাংকেতিক নাম দেওয়া হয় সি-২পি। এর উদ্দেশ্য ছিল আত্মঘাতী নৌস্কোয়াড গঠন করা। তাদের প্রশিক্ষণ চলতে থাকে ভারতীয় নৌবাহিনীর সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে। প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর তাদের অপারেশন শুরু করে। এদের একটি দল আসে মোংলায়। এ দলে ছিল ৪০ জন নৌসেনা। এটা ছিল বাহিনীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। দলের নেতৃত্বে ছিলেন সাবমেরিনার আহ্সানউল্লাহ। তারা ১৪ আগস্ট বন্দরে অবস্থানরত জাহাজে নৌকমান্ডোরা অভিযান চালায়। এতে ৬টি বিদেশি জাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে ডুবে যায়। অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল সারা বিশ্বে বাংলাদেশের অস্থিতিশীল অবস্থার কথা জানিয়ে দেওয়া এবং পাক বাহিনীর মনোবলকে দুর্বল করে তোলা। এতে মোংলা বন্দর আবার অকেজো হয়ে পড়ে। বিদেশি জাহাজ আসা আবার বন্ধ হয়ে যায়। সাথে সাথে শ্রমিক-কর্মচারীরাও দলে দলে পালিয়ে যেতে থাকে। সব মিলিয়ে বন্দরে নেমে আসে এক অচলাবস্থা। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত বন্দরে অচলাবস্থা ছিল।

পুনর্গঠনের শুরু বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বন্দর প্রায় বিধ্বস্ত। যুদ্ধের সময় সব পণ্য আগুনে পুড়ে ও লুটপাট হয়ে যায়। নির্মাণাধীন শেডগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডুবন্ত জাহাজ বন্দর চ্যানেলে সৃষ্টি করে প্রতিবন্ধকতা। অবাঙালি কর্মচারীরাও পলাতক। বাঙালি কর্মচারী যারা ফিরে আসছে, তারাও বিপর্যস্ত। কাজ চালানোর মতো প্রয়োজনীয় টাগ বোট, পাইলট বোট, ক্রেন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি সবই প্রায় অকেজো। এমন অবস্থার মধ্যেই অতি দ্রুত বন্দরকে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা চলতে থাকে। সদ্য স্বাধীন দেশকে পুনর্গঠনের প্রয়োজনে বন্দরকে সচল করা ছিল সবচেয়ে জরুরি। সে সময় একটি প্রাথমিক জরিপ চালানো হয়। বন্দর চ্যানেলে জাহাজ চলাচলে ডুবন্ত জাহাজগুলো অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এগুলো সরিয়ে না নিলে বন্দরকে স্বাভাবিক করা যাচ্ছিল না। ক্রান্তিকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বন্দর রূপান্তরের কারিগর হিসেবে আবির্ভূত হন। সরকারি সফরে তিনি মস্কোতে যাওয়ার পর রুশ সরকারের সাথে বন্দর চ্যানেলকে সচল করতে সহযোগিতার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানেই ১৯৭২ সালের ২২ মার্চ বাংলাদেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকারের মধ্যে বিধ্বস্ত ও ডুবে যাওয়া জাহাজ উদ্ধারে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এরপর ডুবন্ত জাহাজগুলো তুলে এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার ও যন্ত্রপাতি আমদানির মাধ্যমে বন্দরকে কর্মক্ষম করে তোলা হয়। ১৯৭৩ সালে ৭টি জেটি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি থেকে জেটি নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু পুনরায় একনেকের অনুমোদনক্রমে ১৯৭৬ সালে প্রকল্প ব্যয় ১ হাজার ৩৩৮ মিলিয়ন টাকায় সংশোধন করা হয় এবং জেটি নির্মাণের নকশায়ও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আনা হয়। ১৯৭৭ সালে আবারও সংশোধিত ৭টি জেটি নির্মাণের পরিকল্পনা সংশোধন করে ৫টিতে নামিয়ে আনা হয়। সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫টি জেটির নির্মাণ কাজ চলতে থাকে।

১৯৭৭ সালের ১৮ জুলাই আরসিসি জেটি নির্মাণের কাজ উদ্বোধন করা হয়। মূল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৯টি পরিপূরক প্রকল্পও নেওয়া হয়। এর মধ্যে হাইড্রোলিক ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড রিভার ট্রেনিং প্রকিউরমেন্ট অব ফাইভ লাইট টাওয়ার, রিপ্লেসমেন্ট অ্যান্ড রিনিউয়িং অ্যাডমিয়ালিটি টাইপ মুরিং বয়া, এইড টু নেভিগেশন ফর ডে অ্যান্ড নাইট শিপিং, ডেভেলপমেন্ট অব মোংলা টাউনশিপ অন্যতম।

১৯৮৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে নবনির্মিত ৫টি জেটিতে সমুদ্রগামী জাহাজ নোঙর করতে শুরু করে। একই বছর ২ জুলাই একটি কনটেইনারবাহী জাহাজ জেটিতে ভেড়ে এবং ১০২টি কনটেইনারে পাটজাত দ্রব্য বোঝাই করার জন্য জেটিতে নামানো হয়।

১৯৫৪ সালে মোংলা বন্দর স্থায়ীভাবে মোংলায় এলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ বন্দর বা চালনা পোতাশ্রয় নামে পরিচিত ছিল। দীর্ঘদিন মোংলায় অবস্থিত এ বন্দরের নাম ছিল চালনা বন্দর। পোর্ট অব চালনা অথরিটি। পরে স্থানের সঙ্গে নামের এ বৈসাদৃশ্য নিরসনকল্পে ১৯৮৭ সালের ৮ মার্চ চালনা বন্দরের স্থলে এর নতুন নামকরণ করা হয় মোংলা বন্দর। এ বন্দরের সাথে দেশের অন্যান্য স্থানের যোগাযোগের ক্ষেত্রেও আনা হয় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। দেশের সমগ্র অংশের সঙ্গে সুষ্ঠু যোগাযোগের ওপরই একটি বন্দরের সম্প্রসারণ ও যথাযথ বিকাশ নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক বন্দর হিসেবে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বাধার অন্ত ছিল না। এ বন্দর স্থাপনের বড় উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় করে তোলা। এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে নৌপথে মোংলাকে রাজধানীর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য ১৯৭০-৭২ সালে মোংলা-ঘষিয়াখালী খাল কাটা হয়। প্রায় সাড়ে তিন মাইল দীর্ঘ এ খাল খনন করতে খরচ হয় সর্বমোট ৫ কোটি ৯৬ লাখ টাকা। এতে মোংলা বন্দর আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মোংলা ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের দূরত্ব ২২৫ মাইল থেকে ১৭০ মাইলে নেমে আসে।

ক্রমোন্নয়নের ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মোংলা বন্দরের অংশীদারিত্ব বাড়ছে। ভবিষ্যৎ চাহিদা মাথায় রেখে নতুন নতুন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে

২০০৭-০৮ এর আগের তিন অর্থবছরে মোংলা বন্দরের লোকসান হয় ৩৮ কোটি ৫২ লাখ টাকা

বর্তমানে মোংলা বন্দরে ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ও তিনটি প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় আছে

স্থলপথে দেশের অন্যান্য অংশের সাথে মোংলার কোনো যোগাযোগ ছিল না। মোংলা থেকে মালামাল খুলনা নেওয়ার একমাত্র মাধ্যম ছিল নৌপথ। এতে সময় লাগত অনেক বেশি। প্রায় ৬ থেকে ৭ ঘণ্টা। শুধু সময় নয়, ছিল আরও নানা সমস্যা। এসব অসুবিধা দূর করতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সাহায্যে নির্মাণ করা হয় খুলনা-মোংলা মহাসড়ক। খুলনা-মোংলা মহাসড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করে। এখন এ পথে পণ্য পরিবহন করতে লাগছে মাত্র ১ ঘণ্টা। মালামাল ট্রাকে করে খুলনা নিয়ে সেখান থেকে সরাসরি ট্রাকে বা ট্রেনের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গসহ দেশের যেকোনো স্থানে প্রেরণ করা যাচ্ছে। এতে খরচও পড়ছে অনেক কম।

মুখ থুবড়ে পড়া

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ব্যবসায়ীদের আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মোংলা লাভজনক বন্দর হিসেবে পরিচিতি ছিল। এরপর থেকে ধীরে ধীরে বন্দরের অবস্থার অবনতি হতে থাকে। বিশ্ববাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের মন্দা, দেশের পাটকলগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া ও রপ্তানি পণ্যে বৈচিত্র্য আসায় বন্দর দিয়ে রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। পরবর্তী বছরগুলোতে বিশেষ করে ৯০-এর দশক থেকে অবহেলা ও পশুর নদীর চ্যানেলে নাব্যতা কমে যাওয়ায় মোংলা বন্দরের ব্যবহার উপযোগিতা কমে যায়। এক পর্যায়ে মোংলা বন্দর প্রায় জাহাজশূন্য হয়ে পড়ে। ফলে ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের আগ পর্যন্ত বন্দরের লোকসানের পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটি ৫২ লাখ টাকা।

রূপান্তর শুরু: অভিশপ্ত থেকে আশীর্বাদ

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বঙ্গোপসাগর-তীরবর্তী বাংলাদেশ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমার বিরোধ সমাধানের পর বিশাল সমুদ্রসীমার মালিকানা লাভের ফলে বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক কার্যক্রম এ গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ এ বঙ্গোপসাগরের ভূকৌশলগত সুবিধা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে সমুদ্রবন্দরভিত্তিক অর্থনীতি ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে। এছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর একক নির্ভরতা কমানো ও ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির চাপ মোকাবিলায় এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ২০০৯ সালের শুরুতেই বর্তমান সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে মৃতপ্রায় মোংলা বন্দরকে কার্যক্ষম ও কর্মচঞ্চল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বন্দরের কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯ সালের জুন মাস থেকে এ বন্দরের মাধ্যমে গাড়ি আমদানি শুরু হয়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের নির্দেশনা, বন্দর উপদেষ্টা কমিটি ও বন্দর ব্যবহারকারীদের সুপারিশ এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বন্দর ব্যবস্থাপনায় মোংলা বন্দর ধীরে ধীরে গতিশীলতা অর্জন করতে থাকে।

বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯ সালের জুন থেকে ২০২০ পর্যন্ত ১৮টি প্রকল্পসহ ৫০টির অধিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ও তিনটি প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় আছে। মোংলা বন্দর ব্যবহারকারীদের দ্রুত ও দক্ষসেবা প্রদানে যেসব উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে আছে ৭০টি কনটেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, ৮০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সৌর প্যানেল স্থাপন, তিনটি কার ইয়ার্ড নির্মাণ, ১০টি বিভিন্ন ধরনের সহায়ক জলযান ক্রয়, ৬২টি বিভিন্ন ধরনের লাইটেড বয়া, দুটি রোটেটিং বিকন, ছয়টি জিআরপি লাইট টাওয়ার সংগ্রহ ও স্থাপন, একটি মোবাইল হারবার ক্রেন, একটি স্ট্যাফিং-আনস্টাফিং শেড, একটি ওয়েব্রিজ ও মোবাইল স্ক্যানার সংগ্রহ। এছাড়া রুজভেল্ট জেটির বিভিন্ন অবকাঠামোর উন্নয়নকাজও শেষ করা হয়েছে।

চলমান ১০টি প্রকল্পের বাইরে বন্দরের অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম সংগ্রহ, পশুর চ্যানেলের ইনার বারে ড্রেজিং, সহায়ক জলযান সংগ্রহ, বর্জ্য নিঃসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা, বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ থেকে পিপিপির আওতায় মোংলা বন্দরের দুটি অসম্পূর্ণ জেটির নির্মাণকাজও শেষ করা হবে ২০২১ চলতি বছরের মধ্যে। চলমান এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হবে আট হাজার কোটি টাকা।

বিগত সরকারের শেষ অর্থবছরে (২০০৬-০৭) যেখানে মোংলা বন্দর ৬ কোটি ১৯ লাখ টাকা লোকসান গুনেছে, সেখানে বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম অর্থবছর ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে মোংলা বন্দর পুনরায় লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোংলা বন্দর ৬৪ কোটি ৭৩ লাখ টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭৩ কোটি ২৫ লাখ, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১০৯ কোটি ৩৩ লাখ, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৩৩ কোটি, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১১৭ কোটি ও সর্বশেষ অর্থবছরে ১৩০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে। এক সময়কার অভিশপ্ত বন্দর এখন দেশের আশীর্বাদ। আশা করা হচ্ছে, আগামী এক দশকের মধ্যে মোংলা বন্দরসহ গোটা খুলনাঞ্চল ঈর্ষণীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করবে, যা জিডিপির (মোট দেশজ উৎপাদন) প্রবৃদ্ধিতে ২ শতাংশেরও বেশি অবদান রাখবে। 'ডাবল ডিজিট' প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ, তা পূরণে মোংলা বন্দর হবে একটি মাইলফলক।

গুরুত্ব বাড়াবে পদ্মা সেতু

পদ্মা সেতু চালু হলে দক্ষিণের জেলাগুলোর মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিয়ে সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক অর্থনীতিবিদ সেলিম রায়হান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক বজলুল হক খন্দকার ২০১০ সালে সেতু বিভাগের জন্য পদ্মা সেতুর অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে একটি সমীক্ষা করেন। সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, সেতুটি দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ১ দশমিক ২৩ শতাংশ বাড়াবে। এ সমীক্ষায় রেল সংযোগের বিষয়টি ছিল না। পরে রেল যুক্ত হয়েছে, ফলে সেতুটি আরও বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে অর্থনীতিতে। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের মনে করেন, পদ্মা সেতুর ফলে দেড় শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি বেশি হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাজার। এই বাজারের সঙ্গে সহজ যোগাযোগ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলাগুলোতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়াবে। ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটারের পদ্মা সেতু তৈরিতে যে ৩১ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয় হচ্ছে, রেল সংযোগে যে ৩৯ হাজার কোটি টাকার মতো ব্যয় হচ্ছে, সেটাও জিডিপিতে প্রভাব ফেলছে। কারণ প্রকল্পের ব্যয়ের টাকা জিডিপিতে যোগ হচ্ছে। পরোক্ষভাবে চাহিদা বেড়েছে পণ্য ও সেবার।

পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে প্রতিবছর কী পরিমাণে যানবাহন চলাচল করবে, তা নিয়ে ২০০৫ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত কয়েকটি সমীক্ষা হয়। সমীক্ষাগুলো করে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এবং সেতু বিভাগের জন্য সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)।

মোংলা বন্দরের হ্যান্ডলিং পরিসংখ্যানে খোলা পণ্যের আধিপত্য বেশি হলেও সাম্প্রতিক সময়ে তৈরি পোশাক রপ্তানির ওপর নির্ভর করে কনটেইনার হ্যান্ডলিং বাড়ছে

মোংলা বন্দরের জেটিতে জাহাজের নিজস্ব ক্রেন দিয়ে কনটেইনার খালাস করা হচ্ছে

এডিবির সমীক্ষায় দেখা যায়, ২০২২ সালের শুরুতে যদি পদ্মা সেতু উদ্বোধন করা হয়, তাহলে ওই বছর সেতু দিয়ে প্রতিদিন চলাচল করবে প্রায় ২৪ হাজার যানবাহন। সংখ্যাটি প্রতিবছরই বাড়বে। ২০৫০ সালে প্রায় ৬৭ হাজার যানবাহন প্রতিদিন চলবে পদ্মা সেতু দিয়ে। এ যানবাহনের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ মোংলায় পণ্য পরিবহনকারী যানবাহন। এডিবির সমীক্ষায় আরও বলা হয়, পদ্মা সেতু হলে দক্ষিণের জেলাগুলোতে যেতে বাসের ক্ষেত্রে গড়ে দুই ঘণ্টা ও ট্রাকের ক্ষেত্রে ১০ ঘণ্টা সময় সাশ্রয় করবে। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে আমদানি করা পণ্য রাজধানীতে নিতে ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা সময় লাগে, সেখানে পদ্মা সেতু চালু হলে মোংলা থেকে ঢাকায় আমদানি করা পণ্য নিতে সময় লাগবে ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা। খানজাহান আলী বিমানবন্দর, খুলনা-মোংলা রেললাইন নির্মিত হলে মোংলার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন হবে।

এডিবির আরেক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সেতুটি দেশের জিডিপির হার বাড়াবে ১ দশমিক ২৩ শতাংশ, যেখানে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জিডিপি বাড়াবে ২ দশমিক ৩ শতাংশ পর্যন্ত। দারিদ্র্য বিমোচনের হার বাড়াবে শূন্য দশমিক ৮৪ শতাংশ। দেশের গুরুত্বপূর্ণ মোংলা ও পটুয়াখালীর পায়রার বন্দরের সাথে যোগাযোগ সহজ করবে। প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো পদ্মা সেতু।

আন্তর্জাতিকভাবেও মোংলা বন্দর গুরুত্বপূর্ণ

একটি আন্তর্জাতিক বন্দর হিসেবে মোংলার গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, লাতিন আমেরিকার দেশগুলো থেকে এ বন্দরে জাহাজ আসে। বাংলাদেশের প্রায় সব নদীবন্দরের সঙ্গে মোংলার সংযুক্ত যেমন রয়েছে, তেমনি উপকূলীয় জাহাজ চুক্তির মাধ্যমে কলকাতা বন্দর এবং থাইল্যান্ডও মোংলার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে, যা মোংলাকে আন্তর্জাতিক বন্দর হিসেবে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

পৃথিবীর প্রায় সব বন্দরের সাথেই মোংলা বন্দরের বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে। সম্প্রতি মোংলা বন্দর ঘিরে জেগেছে নতুন সম্ভাবনা। ভারত ও নেপালের সঙ্গে ট্রানজিট চুক্তির ফলে এ সম্ভাবনা আরও বেড়ে গেছে। পাশাপাশি ভুটান ও চীনের কাছেও মোংলা বন্দরের গুরুত্ব বেড়েছে। বন্দর ব্যবহারে সুযোগ দিতে সরকারের সদিচ্ছার ফলে মোংলা বন্দর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হবে।

মোংলায় সুবিধা বেশি

সমুদ্রপথেই বাংলাদেশের অধিকাংশ আমদানি পণ্য দেশে আসে। দেশের দুটি প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম ও মোংলার পাশাপাশি পায়রা সমুদ্রবন্দরও কার্যক্রম শুরু করেছে। রপ্তানিতে ব্যবহার হচ্ছে চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দর। চট্টগ্রাম বন্দরই দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের কেন্দ্রে রয়েছে। অবস্থানগত কারণে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে কনটেইনারে আমদানি করা পণ্য হাতে পেতে মোংলার চেয়ে তুলনামূলক বেশি সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের।

বন্দর ব্যবহারকারীরা বলছেন, চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের চেয়ে বিশেষ করে গাড়ি আমদানিতে মোংলা বন্দরে সুবিধা বেশি। তুলনামূলক খরচ কম, নিরাপদে গাড়ি রাখার সুবিধার কারণেই চট্টগ্রামের চেয়ে মোংলা বন্দর

দেশে আমদানি করা গাড়ি হ্যান্ডলিংয়ে প্রায় অর্ধেক অংশীদারিত্ব মোংলা বন্দরের। বন্দরের ইয়ার্ডে রাখা সারি সারি আমদানি করা গাড়ি

দিয়ে গাড়ি আনতে ব্যবসায়ীদের আগ্রহ বাড়ছে। চট্টগ্রাম বন্দর যেখানে সক্ষমতার চূড়ান্ত পর্যায়ে কাজ করছে, সেখানে মোংলা বন্দরের সক্ষমতা অব্যবহৃত রয়েছে প্রায় অর্ধেক। এছাড়া মোংলায় যাতায়াতে কম সময় লাগায় ব্যবসায়ীরা ঝুঁকছেন বন্দর ব্যবহারে।

হ্যান্ডলিং হয় যে ধরনের পণ্য

মোংলা বন্দর তিন ধরনের পণ্য হ্যান্ডলিং করে। খোলা পণ্য, কনটেইনারবাহী পণ্য ও গাড়ি। বন্দরের মোট হ্যান্ডলিংয়ের প্রায় ৯৫ ভাগই কার্গো বা খোলা পণ্য। অবশিষ্টাংশ কনটেইনারবাহী পণ্য ও গাড়ি। স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ও ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টসের (এসপিএমসি) করা সর্বশেষ মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী সমুদ্রপথে দেশের মোট আমদানিতে অংশীদারিত্ব ১৪ শতাংশ এবং রপ্তানিতে মাত্র ২ শতাংশ।

২০১৪-১৫ সালে মোট কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের পরিমাণ ছিল ৪৫ লাখ ৩০ হাজার ২৭৯ মেট্রিক টন। সর্বশেষ অর্থবছরে এটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ১৯ লাখ ৪৪ হাজার ৬০৮ মেট্রিক টনে। পরিমাণে প্রায় আড়াই গুণ বেড়েছে সাত বছরের ব্যবধানে। ধারাবাহিকভাবে এ পরিমাণ বাড়ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে কার্গো হ্যান্ডলিং হয়েছে ৩৭ লাখ ৬৩ হাজার ৯৫৩ মেট্রিক টন। এসপিএমসির করা মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী ২০৩০ সালে মোংলা বন্দরকে ৩ কোটি ৩০ লাখ এবং ২০৪০ সালে ৭ কোটি ২৪ লাখ মেট্রিক টন কার্গো হ্যান্ডলিং করতে হবে।

মোংলা বন্দরের মোট হ্যান্ডলিংয়ে কনটেইনারের অংশীদারিত্ব একেবারে কম। প্রায় ১ লাখ টিইইউ কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের সক্ষমতা থাকলেও ব্যবহার হচ্ছে মাত্র তার অর্ধেক। সর্বশেষ (২০২০-২১) অর্থবছরে কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে ৪৩ হাজার ৯৫৯ টিইইউ। পরিমাণে ৩ লাখ ৯০ হাজার ৬৯ মেট্রিক টন। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের পরিমাণ ছিল ৪২ হাজার ১৩৭ টিইইউ, পরিমাণে ২ লাখ ৯২ হাজার ৩৮২ মেট্রিক টন।

মোংলা বন্দরের জেটিতে ভেড়ানো কনটেইনার পরিবহনকারী জাহাজ। রপ্তানির জন্য পণ্যবাহী ও খালি কনটেইনার বোঝাই করা হচ্ছে জাহাজে।

সর্বশেষ সাত অর্থবছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি।

চট্টগ্রাম বন্দরের রপ্তানি পণ্যের সিংহভাগ তৈরি পোশাক। আমদানিতেও পোশাক তৈরির কাঁচামাল উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে আছে। আইসিডিগুলোর অবস্থান ও বিদেশি ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দর দিয়েই বেশির ভাগ পোশাক রপ্তানি করতে হয় উদ্যোক্তাদের। ২০১৯ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মতো একটি ৪০ ফুট দৈর্ঘ্যের কনটেইনারে পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে মোংলা বন্দরও এ খাতে নাম লেখায়। এতে প্রত্যাশা অনুযায়ী উন্নতি না হলেও বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। সাম্প্রতিক সময়ে পোল্যান্ডের একটি তৈরি পোশাক আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান মোংলা বন্দর দিয়ে পোশাক আমদানির আগ্রহ প্রকাশ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বন্দর কর্মকর্তাদের সাথে একাধিক ভার্চুয়াল বৈঠক করে প্রতিষ্ঠানটি।

১৯ অক্টোবর গাজীপুরের ৪টি পোশাক কারখানার ১ হাজার ৫৮৫ প্যাকেজের ২০ টন পোশাক রপ্তানির জন্য জাহাজীকরণ করা হয়। কর্তৃপক্ষ আশা করছে, সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর যে প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে, তাতে আগামীতে তৈরি পোশাক রপ্তানিতেও মোংলা বন্দরের হিস্যা বাড়বে।

যেখানে এগিয়ে মোংলা

চট্টগ্রাম বন্দরের অনেক পরে আমদানি করা গাড়ি খালাস কার্যক্রমে যুক্ত হলেও এখন দেশের সমুদ্রবন্দরগুলো দিয়ে খালাস হওয়া গাড়ির প্রায় অর্ধেক অংশীদারিত্ব মোংলা বন্দরের। চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে জাহাজ থেকে নামানোর পর চারদিন পর্যন্ত গাড়ি রাখার ভাড়া দিতে হয় না। এরপর প্রথম সপ্তাহ, দ্বিতীয় সপ্তাহ এবং পরবর্তী সময়ের জন্য প্রতিদিন এই তিন স্তরে টন হিসেবে ভাড়া আদায় করে বন্দরগুলো। এই তিন স্তরে চট্টগ্রাম বন্দর আদায় করে যথাক্রমে ৯৮ টাকা ৪০ পয়সা, ২৪৬ টাকা এবং ৩৯৩ টাকা করে। আর মোংলা বন্দর তিন স্তরে আদায় করে যথাক্রমে ২৮ টাকা ৩৫ পয়সা, ৮০ টাকা ৭১ পয়সা এবং ১২৯ টাকা করে। ফলে মোংলা বন্দর ব্যবহার করে লাভবান হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।

বাজেটে গাড়ির ওপর প্রদেয় শুল্ক, অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় গাড়ির মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির ওপর গাড়ি আমদানির সংখ্যা নির্ভর করে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোংলা বন্দর দিয়ে গাড়ি খালাস হয়েছে ১১ হাজার ২১৮টি। সর্বশেষ অর্থবছরে এই সংখ্যা ছিল ১৪ হাজার ৪৭৪। সাত অর্থবছরের ব্যবধানে উল্লেখযোগ্য হারে গাড়ির সংখ্যা না বাড়লেও সংরক্ষণ ও খালাসের ব্যয় বিবেচনায় মাত্র ১২ বছরের ব্যবধানে গাড়ি খালাসে মোংলার অংশীদারিত্ব কৃতিত্বের দাবি রাখে। অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিতে নীতিগত সহায়তা দিয়েছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

জাহাজ আগমনেও রেকর্ড মোংলা বন্দরের

কোভিড-১৯ সংক্রমণে বিশ্বজুড়ে বন্দর ব্যবস্থাপনায় ধস নামে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সংকুচিত হয়ে আসে।

মোংলা বন্দরের জেটিতে গাড়ি পরিবহনে ব্যবহৃত বিশেষায়িত জাহাজ 'রো রো ফেরি' থেকে গাড়ি খালাস করা হচ্ছে।

সর্বশেষ ২০২০-২১ অর্থবছরে মোংলা বন্দর জাহাজ হ্যান্ডলিং করেছে ৯৭০টি

২০০৪ সাল থেকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইএসপিএস কোড বাস্তবায়ন করছে মোংলা বন্দর

পণ্য হ্যান্ডলিংয়ে ব্যবহৃত মোংলা বন্দরের নিজস্ব ইকুইপমেন্ট। ভবিষ্যৎ চাহিদা মেটাতে নানা ধরনের ৭৫টি ইকুইপমেন্ট ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

এমন বাস্তবতায়ও মোংলা বন্দরে জাহাজ আগমন সংখ্যা কমেনি। সর্বশেষ (২০২০-২১) অর্থবছরে মোংলা বন্দর জাহাজ হ্যান্ডলিং করেছে ৯৭০টি। এর আগের (২০১৯-২০) অর্থবছরে এ সংখ্যা ছিল ৯০৩টি। যদিও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা ছিল ৯১২। কোভিডের প্রভাবে এ সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। তবে সাত বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে এ সংখ্যা বেড়েছে। উপকূলীয় নৌ-প্রটোকলের আওতায় মোংলা বন্দরে জাহাজ আগমন সংখ্যাও বেড়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৮৬টি জাহাজের বিপরীতে সর্বশেষ অর্থবছরে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩৩টিতে।

আন্তর্জাতিক মানের নিরাপত্তা

২০০৪ সাল থেকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইএসপিএস কোড বাস্তবায়ন করছে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। শুরু থেকেই নিজস্ব নিরাপত্তা বিভাগ বন্দরের আমদানি-রপ্তানি পণ্য, স্থাপনা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপত্তায় কাজ করছে। এছাড়া সুন্দরবন ঘিরে বন্দরের ১৩০ কিলোমিটার চ্যানেলে যেকোনো সন্ত্রাসী কার্যক্রম রোধে বন্দর কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড ও পুলিশ যৌথভাবে কাজ করছে। একজন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার পদমর্যাদার কর্মকর্তা নিরাপত্তা বিভাগের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এছাড়া নিরাপত্তা বিভাগের অধীনে রয়েছে একটি ফায়ার সার্ভিস। যেটি বন্দরের যেকোনো অগ্নিদুর্ঘটনা রোধে সার্বক্ষণিক কাজ করছে।

স্টেকহোল্ডারদের সেবা দিতে যা যা রয়েছে

যন্ত্রপাতি: বন্দরের যান্ত্রিক ও বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনে বর্তমানে ৭২টি যন্ত্রপাতির মাধ্যমে কার্গো ও কনটেইনার হ্যান্ডলিং সেবা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় আরও ৭৫টি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রকল্পের ৬৬টি যন্ত্রপাতি ইতিমধ্যে বন্দরে এসে পৌঁছেছে। চলতি মাসের মধ্যে অবশিষ্টগুলোও পৌঁছাবে।

জলযান: কার্গো ও কনটেইনারবাহী জাহাজকে বন্দরের জেটিতে ভিড়তে সহায়তাকারী জলযান টাগবোট রয়েছে।

ওয়ান স্টপ সার্ভিস: ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু আছে বন্দরে। এতে যেসব বিভাগ সরাসরি অপারেশনাল কাজের সাথে জড়িত সবগুলোকে একটি কক্ষে একত্র করা হয়েছে। ফলে বন্দর ব্যবহারকারীদের এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে তাদের কাজের স্বার্থে যেতে হচ্ছে না। তারা একই রুমে অবস্থিত বিভিন্ন বিভাগ থেকে সকল সুবিধা নিতে পারবেন। এতে সময় সাশ্রয় হচ্ছে, বাড়ছে আমদানি-রপ্তানির গতি।

স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা

সক্ষমতা বাড়াতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রয়েছে কর্তৃপক্ষের। প্রকল্পের প্রয়োজন ও গুরুত্ব বিবেচনায় এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী কর্তৃপক্ষ স্বল্পমেয়াদে ৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো যন্ত্রপাতি ও জলযান সংগ্রহ, মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন, চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি ও ভিটিএমআইএস (ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম) স্থাপন।

মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে বন্দরের সুবিধাদি সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন এবং পশুর চ্যানেল সংরক্ষণ ড্রেজিং। এ দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা।

এছাড়া সরকারি অর্থায়নে ১৯টি উন্নয়ন প্রকল্প দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে কর্তৃপক্ষের। এ প্রকল্পগুলো বন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যন্ত্রপাতি ও জলযান ক্রয় ও আধুনিক প্রযুক্তি স্থাপনে গ্রহণ করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে জয়মনিরগোলে কনটেইনার, কয়লা, এলএনজি হ্যান্ডলিং জেটি এবং হারবারিয়ায় ভাসমান জেটি নির্মাণে সিঙ্গাপুরের বিনিয়োগ প্রস্তাব রয়েছে।

অমিত সম্ভাবনার হাতছানি

চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে তুলনা করলে আমদানি-রপ্তানিতে মোংলা বন্দরের অংশীদারিত্ব বেশি নয়। অবহেলা, অসন্তোষ আর দূরদর্শিতার অভাবে ডুবতে থাকা মোংলা বন্দর এখন রূপান্তরের পর্যায়ে আছে। ২০০৭ সালেও যে প্রতিষ্ঠান লোকসান গুনেছে, ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে মুনাফা অর্জনের ধারাবাহিক সর্বশেষ অর্থবছরে এসে প্রায় ১৩০ কোটি টাকা মুনাফা করেছে সেটি। এটি নির্দেশ করে মোংলার অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির। দেশের মেগা প্রকল্প পদ্মা সেতু ও রেল সংযোগ মোংলাকে সংযুক্ত করবে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে, এতে দূরত্ব কমবে, বাঁচবে সময়। অন্যদিকে বিস্তৃত নৌরুটে আগে থেকেই সংযুক্ত মোংলা বন্দর। ট্রানজিট পণ্য পরিবহনে নেপাল, ভুটান ও ভারতের সাথে চুক্তিও মোংলার জন্য আশীর্বাদ।

মো. জহিরুল হক
পরিকল্পনা প্রধান
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

ওমর ফারুক ইমন
প্রতিবেদক
বন্দর বার্তা ও সিপিএ নিউজ

ছবি: *মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, এনলাইটেন ভাইবস আর্কাইভ*

“বাংলাদেশকে উন্নত দেশে উন্নীত করার অন্যতম নিয়ামক সমুদ্র পরিবহন খাত”

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী ২০১৯ সালের ৬ জানুয়ারি একাদশ জাতীয় সংসদের অধীনে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান। এর এক বছর পরই কোভিড-১৯ মহামারিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে বিশ্ব অর্থনীতি। সমুদ্রবন্দর চালু রাখাসহ সঠিক ও সুদূরপ্রসারী দিকনির্দেশনায় সেই পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশের নৌবাণিজ্য তথা অর্থনীতিকে সচল রাখতে যথাযথ ভূমিকা রেখেছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী তার কাজের অভিজ্ঞতা এবং নৌপরিবহন খাতের চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা ও অর্জন নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছেন বন্দরবার্তার সাথে।

মন্ত্রণালয় হিসেবে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা আমাদের দেশে বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজেও স্বাধীনতার পর কিছুদিন মন্ত্রণালয়টি তাঁর হাতে রেখেছিলেন। এ খাতের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর ছিল সুদূরপ্রসারী চিন্তা, নৌপরিবহন খাত ঘিরে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-পরিকল্পনাকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো করে নদীমাতৃক এই বাংলাদেশকে আর কেউ উপলব্ধি করতে পারেননি। কাজের মধ্য দিয়েও তিনি তাঁর প্রমাণ রেখে গেছেন। স্বাধীনতার পর কিছুদিনের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে তিনি নিজের হাতে রেখেছিলেন। এই মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্ম ও আদর্শে তাঁর ছোঁয়া রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন মেরিটাইম ভিশনের স্থপতি। ১৯৭৪ সালেই তিনি ‘টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট’ প্রবর্তনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ মেরিটাইম বাংলাদেশের ভিত রচনা করে গেছেন। সেই ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে ২০১২ সালে মিয়ানমারের সাথে ও ২০১৪ সালে ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ-সংক্রান্ত বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের ৮১ শতাংশ সমপরিমাণ অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার জলরাশির জলস্তম্ভ, সমুদ্রতল ও অন্তমৃত্তিকায় সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অর্জন সুনীল অর্থনীতিকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার নতুন সম্ভাবনা উন্মোচন করেছে। সুনীল অর্থনীতির কিছু ক্ষেত্র আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি। সম্ভাবনার বাকি ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো কাজে লাগানোর উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর সময় ১৯টি জাহাজ নিয়ে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এরপর উল্টোপথে চলে ২০১০ সালে জাহাজের সংখ্যা দাঁড়ায় ২টিতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে কোনো গভীর সমুদ্রবন্দর ছিল না। ১৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে কক্সবাজারের মাতারবাড়ীতে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মিত হচ্ছে। পায়রা বন্দর আজ দৃশ্যমান। মোংলা বন্দরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাহাজ আসছে। এসবের ভিত্তি রচনা করে দিয়ে গেছেন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের শিপিং নীতিটি দুই দশক পুরনো। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন একটি শিপিং নীতি প্রণয়ণের সময় এসেছে বলে মনে করেন কি?

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি: নদীমাতৃক ও সমুদ্র উপকূলীয় দেশ হিসেবে আমাদের একটা আধুনিক ও যুগোপযোগী শিপিং নীতি থাকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পণ্য ও যাত্রী পরিবহন, মেরিটাইম ট্যুরিজম এবং আন্তর্জাতিক পণ্য বাণিজ্যের জন্যই তা দরকার। এছাড়া কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও রাজস্ব আহরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে দেশের শিপিং খাত। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে উন্নীত করার ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে লক্ষ্য তা বাস্তবায়নের অন্যতম নিয়ামক সমুদ্র পরিবহন খাত। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে জাতীয় শিপিং নীতি যুগোপযোগী করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এ ব্যাপারে একটি টিম করে শিপিং নীতি যুগোপযোগী করা হবে, যাতে করে আমাদের ওপর নতুন যেসব দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তা সঠিকভাবে ও দক্ষতার সাথে পালন করতে পারি।

মেরিটাইম খাতে জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) সদস্য হিসেবে দুই ডজনের বেশি কনভেনশনে অনুসমর্থন দিয়েছে বাংলাদেশ। এসব কনভেনশন পরিপালনের সাথে সক্ষমতার বিষয়টি জড়িত। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের নীতি কী?

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি: মেরিটাইম খাতে আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন কঠোরভাবে পরিপালনের ব্যাপারে বাংলাদেশ অত্যন্ত আন্তরিক। আইএমওর ২৫টি কনভেনশন ইতিমধ্যেই আমরা অনুসর্থন করেছি। যেমন ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অব স্ট্যান্ডার্ডস অব ট্রেনিংয়ের (এসটিসিডব্লিউ) কথাই ধরুন। এই কনভেনশন অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলো নাবিক প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা গ্রহণ এবং সনদ প্রদানের কাজটি করে থাকে। কনভেনশন অনুযায়ী এসব কাজ পরিচালিত হচ্ছে কিনা সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের মাধ্যমে তার মূল্যায়ন করে নির্দিষ্ট সময় পরপর আইএমওর কাছে তা পাঠানো হচ্ছে। আইএমও কর্তৃক প্রণীত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সনদ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ কনভেনশন। ৯৭তম দেশ হিসেবে কনভেনশনটিতে অনুস্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। এর ফলে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় কোনো জাহাজ বিপদগ্রস্ত হলে তাকে সাহায্য করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। যদিও আগে থেকেই আমরা কাজটি করে আসছিলাম, তবে কনভেনশনে স্বাক্ষরের ফলে এটির আন্তর্জাতিক একটা স্বীকৃতি পাওয়া গেছে এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বেড়েছে। এর ফলে বাংলাদেশে বিদেশি জাহাজ আগমন আরও বেশি উৎসাহিত হচ্ছে। সর্বশেষ ২০১৮ সালে আমরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন দ্য কন্ট্রোল অব হার্মফুল অ্যান্টি-ফাউলিং সিস্টেমস অন শিপস, ২০০১ (এএফএস ২০০১) এবং ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দ্য কন্ট্রোল অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অব শিপস ব্যালাস্ট ওয়াটার অ্যান্ড সেডিমেন্টস, ২০০৪ (বিডব্লিউএম ২০০৪) অনুমোদন করেছি। এসব কনভেনশনও নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিপালনে সচেষ্ট রয়েছি আমরা।

আইএমও কাউন্সিল হচ্ছে সংস্থাটির কার্যনির্বাহী অঙ্গ, যারা অ্যাসেম্বলির অধীনে সংস্থার কার্যক্রম দেখভাল করে থাকে। বাংলাদেশ এবার আইএমও কাউন্সিল নির্বাচনে ক্যাটেগরি-সিতে অংশ নিচ্ছে। আগামীতে অনুষ্ঠেয় সেক্রেটারি জেনারেল পদে নির্বাচনেও প্রার্থী দেওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা?

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি: ২০২২-২৩ মেয়াদি আইএমও কাউন্সিলের ক্যাটেগরি 'সি'তে আমরা প্রার্থী দিয়েছি। আপনারা সেটা জানেন। ৬-১৫ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠেয় আইএমও অ্যাসেম্বলির ৩৭তম অধিবেশনে কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত হবে। এ ব্যাপারে সব ধরনের প্রস্তুতি আমরা নিয়েছি। সেক্রেটারি জেনারেল পদে নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থী আমরা খুঁজে পেয়েছি এবং এ ব্যাপারে আগ্রহ আছে। সে অনুযায়ী আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

আমাদের শিল্প-কারখানাগুলোর সিংহভাগই ঢাকাকেন্দ্রিক। তাছাড়া বর্তমানে আমদানি-রপ্তানি যে হারে বাড়ছে তা সামাল দিতে কমলাপুর ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপোর (আইসিডি) ধারণক্ষমতা যথেষ্ট নয়। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ঢাকায় আরও আইসিডি নির্মাণের ব্যাপারে সরকারের ভাবনা কী?

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি: আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশের কাতারে যোগ দেওয়া। সেই অভীষ্টে পৌঁছানোর জন্য আমদানি-রপ্তানি হবে প্রধান নিয়ামক। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ অনুযায়ী সে নাগাদ ৯ দশমিক ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। এই প্রবৃদ্ধি আসবে আমদানিতে ১০ ও রপ্তানিতে ১১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির ওপর ভর করে। শিল্প-কারখানার সিংহভাগ ঢাকা ও এর আশপাশে হওয়ায় ঢাকায় শুধু কমলাপুর আইসিডি দিয়ে এ চাপ সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। এ কারণেই ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরের ধীরাশ্রমে ১৬০ একর জায়গায় নতুন একটি আইসিডি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে এটি বাস্তবায়ন করবে এবং এর মধ্য দিয়ে বন্দরের চাহিদা পূরণ হবে। এর ফলে ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডর দিয়ে ট্রাক-কাভার্ড ভ্যানের পরিবর্তে রেলপথে পণ্য পরিবহন বাড়বে, যা ব্যয়সাশ্রয়ী যেমন হবে, একইভাবে নিরাপদও। সেই সাথে পরিবেশবান্ধবও। পণ্য পরিবহন সহজ করতে ৩ লাখ ৫৪ হাজার টিইইউ কনটেইনার ধারণক্ষমতার আইসিডির সাথে ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি রেল সংযোগও নির্মিত হবে।

চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ঢাকায় আইসিডির খুবই প্রয়োজন এবং বিষয়টি আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। ধীরাশ্রম ছাড়াও ঢাকায় আরও আইসিডির প্রয়োজনীয়তা যদি সমীক্ষায় উঠে আসে, তাহলে রেলওয়ের বাইরেও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সে ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। তবে আইসিডি পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা কমলাপুরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারি। রেলওয়ের জায়গায় গড়ে তোলা কমলাপুর আইসিডি রেলওয়ে ও চট্টগ্রাম বন্দর যৌথভাবে পরিচালনা করে আসছে।

বাংলাদেশে পণ্য পরিবহন খুব বেশি সড়কপথনির্ভর। যদিও অভ্যন্তরীণ নৌপথকে কাজে লাগিয়ে সড়কের ওপর চাপ কমানোর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে সরকারের পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন সম্পর্কে যদি কিছু বলেন?

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি: অভ্যন্তরীণ নৌপথে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে নাব্যসংকট একটি বড় বাধা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় অভ্যন্তরীণ নৌপথের নাব্যতা বৃদ্ধিতে আমরা বিশেষ জোর দিচ্ছি। এর অংশ হিসেবে সরকারের এই মেয়াদেই আমরা ১০

হাজার কিলোমিটার নৌপথ চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এবং ইতিমধ্যেই প্রায় ২ হাজার কিলোমিটার নৌপথ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। এছাড়া ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে দ্বিতীয় শ্রেণির কিছু নৌপথ আমরা দ্বিতীয় শ্রেণিতে, তৃতীয় শ্রেণির নৌপথ দ্বিতীয় শ্রেণিতে, আবার চতুর্থ শ্রেণির কিছু নৌপথকে তৃতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করতে চাই, যাতে করে নৌপথে পণ্য পরিবহন নির্বিঘ্ন হয়।

২০১৩ সাল থেকে আমরা অভ্যন্তরীণ নৌপথে কনটেইনার পরিবহন শুরু করেছি। প্রথম দিকে ব্যবসায়ীরা এ ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহ না দেখালেও ট্যারিফ কমানোর ফলে তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে আগ্রহ বেড়েছে। পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কনটেইনার টার্মিনালসহ বেসরকারি উদ্যোগে একাধিক আইসিটি নির্মাণের ফলে অভ্যন্তরীণ নৌপথে কনটেইনার পরিবহন বৃদ্ধির বড় ধরনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নৌপথে কনটেইনার পরিবহন এখন পর্যন্ত ঢাকাকেন্দ্রিক। ছোট ছোট ভেসেলে করে আশুগঞ্জসহ দেশের অন্যান্য স্থানেও কনটেইনার পরিবহনের কোনো পরিকল্পনা আছে কি?

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি: দেশের সব স্থানে অভ্যন্তরীণ নৌপথে কনটেইনার পরিবহন করা গেলে সড়কপথের ওপর যে চাপ তা অনেকটাই কমে আসবে। এজন্য প্রথমেই দেশের সব অর্থনৈতিক অঞ্চলে কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা যেতে পারে। আশুগঞ্জ শুধু নয়; পাশাপাশি রাজশাহী, ঢালার চর, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, কুড়িগ্রামের মতো দেশের অন্যান্য স্থানেও অভ্যন্তরীণ নৌ-টার্মিনাল স্থাপনের সুযোগ রয়েছে এবং কনটেইনার পরিবহনের উপযোগী করে পর্যায়ক্রমে তা করা হবে।

ক্রমবর্ধমান আমদানি-রপ্তানি চাহিদা সামাল দিতে ২০১৬-২০২০ মেয়াদি সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বন্দরের সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে গতিশীলতা আনতে জোর দেওয়া হয় আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ওপর। বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় চ্যানেলের নাব্যতা উন্নয়নের ওপর। দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দর এসব পরিকল্পনার কতটা বাস্তবায়ন করতে পেরেছে?

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কালে কার্গো ও কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অসামান্য সাফল্য দেখিয়েছি। বর্ধিত চাহিদার কথা বিবেচনায় নিয়ে ১৫০টি কার্গো ও কনটেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে। এর মধ্যে ১০টি শিপ টু শোর গ্যান্ট্রি ক্রেনও রয়েছে। কনটেইনার ধারণক্ষমতা ৩৭ হাজার থেকে বর্ধিত করে ৫০ হাজার টিইইউ করা হয়েছে। দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের ইনল্যান্ড কনটেইনার টার্মিনালে (আইসিডি) বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হয়েছে। এর ফলে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কালে নতুন দুটি বেসরকারি আইসিডি নির্মিত হয়েছে, যা নিয়ে বেসরকারি আইসিডির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮টিতে। চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য একটি টাগ বোট, একটি হারবার টাগ বোট ও দুটি মুরিং লঞ্চও কেনা হয়েছে এই সময়ে। বন্দর পরিচালন কার্যক্রমে গতি আনতে একটি সিএফএস (কনটেইনার ফ্রেইট স্টেশন) শেড, একটি কার পার্কিং শেড ও একটি কাস্টম অকশন শেডের নির্মাণ সম্পন্ন করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। এছাড়া ক্যাপিটাল ও মেইনটেন্যান্স ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে কর্ণফুলী চ্যানেলের নাব্যতা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রাখা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়সীমার মধ্যে ড্রাফট ৯ দশমিক ১৪ মিটার থেকে ৯ দশমিক ৫ মিটারে উন্নীত করা হয়েছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল্যায়ন করতে গিয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে লাভজনক সরকারি কর্তৃপক্ষ হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দর তার শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। এ সময়কালে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ সূচারুভাবে পূরণ করেছে। কোথাও কোথাও লক্ষ্যমাত্রাকেও ছাড়িয়ে গেছে এবং রাষ্ট্রমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি নজির সৃষ্টি করেছে।

বে-টার্মিনাল নির্মাণ শেষে কবে নাগাদ এর কার্যক্রম শুরু করতে চান?

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি: বে-টার্মিনাল আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বে-টার্মিনাল হবে এবং ২০২৪ সালেই এর কার্যক্রম আমরা শুরু করতে চাই। বে-টার্মিনালে তিনটি টার্মিনাল থাকবে। এর একটি চট্টগাম বন্দর করবে, বাকি দুটি টার্মিনাল বৈদেশিক বিনিয়োগে হবে। দেশের স্বার্থ রক্ষা করে যাদের সাথে সমঝোতা হয়, তাদেরকে বাকি দুটি টার্মিনাল নির্মাণের কাজ দেওয়া হবে। বে-টার্মিনালকে বৈরী আবহাওয়া এবং সাগরের বড় ঢেউ থেকে রক্ষা করতে পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ 'ব্রেক ওয়াটার' নির্মিত হবে। এর পরিধি হবে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রায় পাঁচ গুণ এবং ১২ মিটার ড্রাফটের ও ২৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের জাহাজ এখানে ভেড়ানো সম্ভব হবে। দেশে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের যে প্রবৃদ্ধি, বে-টার্মিনালের মাধ্যমে তা সামাল দেওয়া যাবে।

নির্ধারিত সময়ে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের ব্যাপারে আপনি কতটা আশাবাদী?

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি: মাতারবাড়ীতে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণে কাজ শুরু হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে গভীর সমুদ্রবন্দরটি নির্মাণ করা হচ্ছে। কোভিড মহামারির কারণে মাতাবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ হবে কিনা সেই সংশয় অনেকের মধ্যেই তৈরি হয়েছিল। তবে আশার কথা,নিপ্পন কোয়ির ওই অঞ্চলে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। এ অভিজ্ঞতা তাদের জন্য সহায়ক হবে এবং কাজের ক্ষেত্রে কোভিডের প্রভাব হয়তো পড়বে না। তাছাড়া কোভিডের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েই কাজগুলো করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে আশা করা যায়, ২০২৫ সালের জুনের মধ্যেই মাল্টিপারপাস টার্মিনালটি চালু হয়ে যাবে।

বন্দরটি হবে এ অঞ্চলের কমার্শিয়াল হাব। ১৮ মিটার ড্রাফটের এই বন্দরে ১০ হাজার টিইইউ ধারণক্ষমতার জাহাজ ভিড়তে পারবে। এতে ব্যবসায়ীদের খরচ অনেক কমে যাবে। সব মিলিয়ে বলা যায়, ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশে উন্নীত হতে হলে যে পরিমাণ কনটেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের প্রয়োজন পড়বে, তা সামাল দিতে আমাদের কোনো সমস্যায় পড়তে হবে না।

মোংলা ও পায়রা বন্দরের উন্নয়ন নিয়ে কী ভাবছেন?

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি: ১৯৫০ সাল থেকে আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে মোংলা বন্দর। টার্ন-অ্যারাউন্ট টাইমের বিবেচনায় বন্দরটি সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও এর সক্ষমতা পুরোপুরি

কাজে লাগানো যায়নি। বিপুল সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় নিয়ে ও চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর থেকে জাহাজের চাপ কমাতে মোংলা বন্দর ব্যবহারের পরিকল্পনা আগেই নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে পশুর নদের আউটার বারে ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নাব্যতা বাড়িয়ে ১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ ভেড়ার উপযোগী করা হয়েছে। সেই সাথে বন্দরের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন কার্যক্রমেও গতি আনা হয়েছে। এতে ব্যাপক হারে বাড়ছে বন্দরের কার্গো হ্যান্ডলিং প্রবৃদ্ধি। এছাড়া ইনার বারের ড্রেজিংও শুরু হয়েছে। এটি শেষ হলে ও পদ্মা সেতু খুলে গেলে মোংলা বন্দর ব্যবহারকারীদের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

দেশের ক্রমবর্ধমান আমদানি-রপ্তানি চাহিদা মেটাতে আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব সমুদ্রবন্দর প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে পটুয়াখালীতে নির্মাণ করা হয়েছে দেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর পায়রা। এ বন্দরটি নিয়েও সরকারের ব্যাপক পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী ২০২৩ সালের মধ্যেই পায়রা বন্দরকে আমরা বিশ্বমানের একটি আধুনিক বন্দর হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। সে লক্ষ্যে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রাবনাবাদ চ্যানেল দেড় বছরের মধ্যে খনন করা হবে। এর মাধ্যমে ১০০-১২৫ মিটার প্রস্থের ইনার ও আউটার চ্যানেলের গভীরতা ঠিক রাখা হবে। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পায়রা বন্দর একটি বিশ্বমানের বন্দরে পরিণত হবে। তখন পায়রা বন্দর ঘিরে গোটা দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেগবান হবে।

মেরিটাইম খাতে বর্তমানে দক্ষ জনশক্তির বড় ধরনের চাহিদা তৈরি হয়েছে। আগামীতে এ চাহিদা আরও বাড়বে। এ চাহিদা পূরণে দরকার আধুনিক, যুগোপযোগী ও উচ্চতর মেরিটাইম শিক্ষা। এ ব্যাপারে সরকারের পরিকল্পনা কী?

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি: সমুদ্রগামী জাহাজে দেশের নাবিকদের চাকরির বিশাল সুযোগকে কাজে লাগাতে মেরিটাইম খাতে দক্ষ জনবল তৈরির বিকল্প নেই। মেরিটাইম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার পাশাপাশি একে আরও ছড়িয়ে দিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তে পাবনা, বরিশাল, রংপুর ও সিলেটে নতুন চার মেরিন একাডেমি গড়ে তোলা হয়েছে। গত ৬ মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নবনির্মিত মেরিন একাডেমিগুলো উদ্বোধনও করেছেন। এসব একাডেমিতে বছরে ৪০০ ক্যাডেটের পাশাপাশি মেরিনাররা বিভিন্ন ধাপে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও মেরিন একাডেমি গড়ে উঠেছে। এছাড়া উচ্চতর মেরিটাইম শিক্ষার মাধ্যমে এ খাতে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৩ সালে সরকার স্থাপন করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়।

জ্বালানি, সার, খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন পণ্য পরিবহনে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) একসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তীতে সেই ভূমিকা আর ধরে রাখতে পারেনি। বিএসসিকে শক্তিশালী করতে সরকার কী পদক্ষেপ নিচ্ছে?

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি: সুদূরপ্রসারী চিন্তা থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বিএসসি প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধুর সময় ১৯টি জাহাজ নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল প্রতিষ্ঠানটি। কিন্তু ২০১০ সালে এসে জাহাজ ছিল মাত্র দুটি। অথচ জাহাজ হওয়ার কথা ছিল কয়েকশ। বঙ্গবন্ধু-পরবর্তী সরকারগুলো জাহাজ সংগ্রহের উদ্যোগ না নেওয়ায় উল্টোপথে চলেছে বিএসসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বহরে জাহাজের সংখ্যা বাড়ছে। চীন সরকারের অর্থায়নে ছয়টি জাহাজ ইতিমধ্যেই বিএসসির বহরে যুক্ত হয়েছে এবং এগুলো সমুদ্রপথে চলাচল করছে। আরও ৬টি জাহাজ সংগ্রহের কাজ চলমান আছে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম নৌপরিবহন অধিদপ্তর। সংস্থাটি যেসব সেবা দিয়ে থাকে, বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সেগুলো ডিজিটাল হওয়া জরুরি। এ ব্যাপারে আপনাদের উদ্যোগ কী?

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি: নৌপরিবহন অধিদপ্তরের সেবাসমূহের অধিকাংশই ইতিমধ্যেই ডিজিটাইজ করা হয়েছে। সমুদ্রগামী ও অভ্যন্তরীণ জাহাজের নাবিকদের সার্টিফিকেট অব কম্পিট্যান্সি (সিওসি) এবং সার্টিফিকেট অব প্রোফিসিয়েন্সির (সিওপি) মতো সনদের আবেদন এখন অনলাইনেই গ্রহণ করা হচ্ছে। সেই সাথে সনদ প্রণয়ন ও সনদ প্রস্তুতের তথ্য মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে আবেদনকারীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি নাবিকদের পরীক্ষাসহ বিভিন্ন ধরনের আবেদন, সেফ ম্যানিং সনদ, শিপ সার্ভেয়ার সনদ ও অন্যান্য বিষয়ে এনওসির জন্য অনলাইনে আবেদন দাখিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নাবিকদের সাইন অন, সাইন অফ কার্যক্রমও অনলাইনে সম্পাদনের পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সিডিসি জালিয়াতি বন্ধের পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। জালিয়াত রোধে বিশেষ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য যেমন আল্ট্রা ভায়োলেট, মাইক্রো সিকিউরিটি লাইন, অ্যান্টি-ফটোকপি ও কুইক রেসপন্স কোডযুক্ত কাগজে হাতে লেখার পরিবর্তে মেশিন প্রিন্টেড সিডিসি প্রবর্তন করা হয়েছে।

সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সামনে সুনীল অর্থনীতির অফুরন্ত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত হতে হলে এ সম্পদ কাজে লাগানোর বিকল্প নেই। সমুদ্রসম্পদ কাজে লাগাতে সরকার কী পদক্ষেপ নিয়েছে?

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমানা নির্ধারণ-সংক্রান্ত বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তির ফলে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ তার মূল ভূখণ্ডের প্রায় ৮১ শতাংশ পরিমাণ রাষ্ট্রীয় জলসীমা অর্জন করেছে। অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে সমুদ্রসম্পদ কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে। এই সুনীল সমুদ্রসম্পদ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে এবং সে লক্ষ্যে কাজও শুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত ব্লু-ইকোনমি সেল এ নিয়ে কাজ করছে। সুনীল অর্থনীতি নিয়ে কাজ করছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটও। সংশ্লিষ্ট সবার সম্মিলিত প্রয়াসে সুনীল অর্থনীতির সর্বোচ্চ ব্যবহারে আমরা সমর্থ হব বলে আশা করছি। এ সম্পদের টেকসই ব্যবহার ২০৪১ সালে আমাদের উন্নত দেশের কাতারে শামিল হওয়ার পথে এগিয়ে দেবে।

গত বছর থেকেই অস্বাভাবিক সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে সারা বিশ্বকে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। বিরুদ্ধ এই সময়ের মধ্যেও স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডকে অব্যাহত রাখতে হয়েছে সমুদ্রবন্দরগুলো বিশেষ করে চট্টগ্রাম বন্দরকে। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও বন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সচল রাখা সম্ভব হলো কীভাবে?

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি: বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ দেখা দেওয়ার আগেই অর্থাৎ গত বছরের শুরুতেই পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। সমুদ্রগামী জাহাজের মাধ্যমে করোনাভাইরাস যাতে দেশে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সেজন্য গত বছরের জানুয়ারিতেই বন্দরে করোনা সতর্কতা জারি করা হয়। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত নাবিকের পরিচর্যায় বন্দর হাসপাতালে বিশেষ দলও প্রস্তুত রাখা হয়। পাশাপাশি সংক্রমণ প্রতিরোধে মাস্ক ব্যবহার ও কর্মক্ষেত্র জীবাণুমুক্ত রাখার বিষয়টি নিশ্চিতে পদক্ষেপ নেয় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। এর মধ্য দিয়ে বন্দরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হই।

তবে সাধারণ ছুটি ঘোষণার পর চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কনটেইনার খালাস কমে যায়। এতে করে বন্দরের ইয়ার্ডগুলোতে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত পণ্য জমে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ২৬ এপ্রিল বন্দর কর্তৃপক্ষ, কাস্টমস, ব্যবহারকারী, পুলিশ, বেসরকারি আইসিডিসহ অংশীজনদের নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। কনটেইনারজট সামলাতে প্রয়োজনীয় যেকোনো পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয় টাস্কফোর্সকে। বন্দর চত্বর থেকে কনটেইনার খালাস নিলে ভাড়ায় ছাড়ের ঘোষণাও দেওয়া হয়। এতে করে মে মাস থেকে পণ্য খালাসের গতি বেড়ে যায়। এছাড়া বন্দর সচল রাখতে কর্মীরাও সাধারণ ছুটির মধ্যে পালা করে কাজ চালিয়ে গেছেন। সময়োপযোগী এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিকূলতার মধ্যেও চট্টগ্রাম বন্দরের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড অর্থাৎ আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সচল রাখা সম্ভব হয়। মহামারির মধ্যেও ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

বন্দরবার্তাকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি: আপনাকেও ধন্যবাদ।

সংবাদ সংক্ষেপ

চীনের নতুন তথ্য আইনে জাহাজ ট্র্যাকিং ব্যাহত

চীনে গত ১ নভেম্বর থেকে পারসোনাল ইনফরমেশন প্রটেকশন ল' শীর্ষক নতুন একটি আইন কার্যকর হয়েছে। দেশি ও বিদেশি সংস্থাগুলো কীভাবে চীন থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অন্য দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে, সে বিষয়ে নজরদারির লক্ষ্যে এই আইন জারি করা হয়েছে।

কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হয়েছে। চীনের জলসীমায় থাকা জাহাজগুলো হঠাৎ করেই ট্র্যাকিং সিস্টেমের বাইরে চলে যাচ্ছে। কারণ আইন কার্যকরের পর কিছু চীনা সংস্থা এসব জাহাজের বিষয়ে তথ্য বাইরে পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে।

এশিয়ায় নির্মিত প্রথম এসওভির লঞ্চিং সম্পন্ন

এশিয়ায় নির্মিত প্রথম সার্ভিস অপারেশন ভেসেল (এসওভি) টিএসএস পাইওনিয়ার সম্প্রতি ভিয়েতনামে পরীক্ষামূলকভাবে পানিতে ভাসানো হয়েছে। হাইব্রিড-ইলেকট্রিক এই এসওভি নির্মাণ করেছে ভার্ড ভুং তাও। আর এর মালিক মিৎসুই ওএসকে লাইনস (এমওএল) ও তা তোং মেরিন কোম্পানির (টিটিএম) জয়েন্ট ভেঞ্চার তা স্যান শ্যাং মেরিন কোম্পানি। ২০২২ সালের শুরুর দিকেই ভেসেলটি মালিকপক্ষের কাছে হস্তান্তরের কথা রয়েছে। টিএসএস পাইওনিয়ারকে বলা হচ্ছে তাইওয়ানিজ ফ্ল্যাগ ও ক্লাস অনুযায়ী নির্মিত প্রথম এসওভি।

এলএসএফও ও পরিশোধিত জ্বালানি রপ্তানির নতুন কোটা প্রকাশ করেছে চীন

জাহাজে ব্যবহারের জন্য লো-সালফার ফুয়েল অয়েল (এলএসএফও) ও অন্যান্য পরিশোধিত জ্বালানি রপ্তানির বিষয়ে নতুন কোটা চালু করেছে চীন। এই কোটা অনুযায়ী, ২০২১ সালের বাকি সময়ে ১০ লাখ টন এলএসএফও ও ১৫ লাখ ৭৯ হাজার টন পরিশোধিত জ্বালানি রপ্তানি করতে পারবে চীন।

নতুন এই কোটার ফলে চলতি বছর চীনের পরিশোধিত জ্বালানি রপ্তানির মোট সীমা দাঁড়াল ৩ কোটি ৮৬ লাখ টন। অন্যদিকে এলএসএফও রপ্তানির সীমা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ২০ লাখ টন।

গিনি উপসাগরে চার জলদস্যুকে হত্যা করেছে ডেনিশ ফ্রিগেট

নাইজেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে পরিচালিত এক অভিযানে সম্প্রতি চারজন জলদস্যুকে হত্যা করেছে একটি ডেনিশ ফ্রিগেট। গিনি উপসাগরে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে জলদস্যুদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখতে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এসবার্ন স্নেয়ার নামের ফ্রিগেটটিকে গত মাসে গিনি উপসাগরে মোতায়েন করা হয়। সম্প্রতি কয়েকটি বাণিজ্যিক জাহাজের কাছাকাছি একটি ফাস্ট মুভিং ভেসেলের উপস্থিতি টের পেয়ে ফ্রিগেটটি অভিযান শুরু করে। ওই ভেসেলে আটজন সন্দেহভাজন জলদস্যু ছিল বলে ডেনিশ মিলিটারি জানিয়েছে।

কপ২৬ সম্মেলনে সামুদ্রিক জলবায়ু সুরক্ষার পালে হাওয়া

স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে সম্প্রতি হয়ে গেল জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সম্মেলন (কপ২৬)। সম্মেলন শেষের চুক্তিতে সামুদ্রিক জলবায়ুকে আনুষ্ঠানিকভাবে কৌশলগত কর্মসূচির জন্য বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। সামুদ্রিক পরিবেশবাদীরা বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখছেন এবং একে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে তারা একই সঙ্গে সতর্ক করে বলেছেন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখতে এখনই পদক্ষেপ না নেওয়া হলে এই অগ্রগতি কোনো কাজেই আসবে না।

কপ২৬ সম্মেলন শেষে গ্লাসগো ক্লাইমেট প্যাক্ট গ্রহণ করা হয়, যেখানে ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জের (ইউএনএফসিসিসি) অধীনে সাগরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এখন থেকে সামুদ্রিক জলবায়ুও এই ফ্রেমওয়ার্কের জন্য বিবেচিত হবে। এই অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে জাতিসংঘের সব কর্মীবাহিনী ও অংশীজন সংস্থাকে সামুদ্রিক জলবায়ুর সমন্বিত ও টেকসই সুরক্ষায় অবদান রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।

গ্লাসগো ক্লাইমেট প্যাক্টের প্রারম্ভিকে বলা হয়েছে, 'জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাস্তুসংস্থানের সব অনুষঙ্গ যেমন বনভূমি, সমুদ্র, বরফমণ্ডল ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয় এবং জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।' চুক্তিতে সাগরকেন্দ্রিক পদক্ষেপকে আরও জোরালো করার জন্য বার্ষিক সংলাপ আয়োজনের কথা বলা হয়েছে। ২০২২ সাল থেকে প্রতি বছরের মে/জুন মাসে এই সংলাপ অনুষ্ঠিত হবে। এই সংলাপের ফলাফল বছর শেষে জলবায়ু সম্মেলনে উপস্থাপন করা হবে।

এবারের জলবায়ু সম্মেলনে 'বিকজ দ্য ওশান' ডিক্লারেশনের তৃতীয় কিস্তিতে ২০টি দেশ স্বাক্ষর করেছে। এই ডিক্লারেশনের মূল প্রতিপাদ্য হলো প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়নে সাগর, জলবায়ু ও জীববৈচিত্র্যের মধ্যে সংযোগ আরও সমুন্নত করা।

সম্মেলনে জানানো হয়েছে, সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থানের সুরক্ষায় গ্লোবাল ফান্ডস ফর কোরাল রিফসের জন্য ১৫ কোটি ৫০ লাখ ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়ান ওশানের দেশগুলো সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় গ্রেট ব্লু ওয়াল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সামুদ্রিক জলবায়ু সুরক্ষায় ২০২২ সালে সার্বভৌম বন্ড ইস্যুর ঘোষণা দিয়েছে ফিজি। এমন আরও কিছু উদ্যোগ গ্রহণের কথা জানিয়েছে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো।

তবে সমুদ্র সরক্ষার আন্দোলনকারীদের অনেকে বলছেন, বনভূমি সংরক্ষণে যে পরিমাণ তহবিল বরাদ্দ করা হচ্ছে, সে তুলনায় সমুদ্র তহবিলের আকার অনেকটাই কম। তারা সামুদ্রিক জলবায়ু সুরক্ষায় আরও বেশি আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি চেয়েছেন। পাশাপাশি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখতে এখনই কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

সমুদ্র পরিবহনের ব্যয় বৃদ্ধিতে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ব্যাহত হতে পারে: আঙ্কটাড

সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনে খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ব্যাহত হতে পারে বলে মনে করছে জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক সংস্থা আঙ্কটাড। বিশেষ করে সমুদ্র পরিবহনের ওপর নির্ভরশীল ছোট দেশগুলো এর কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে সংস্থাটি সতর্ক করেছে।

করোনা মহামারির মন্দা কাটিয়ে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়ায় বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে অচলাবস্থা তৈরি হয়। কনটেইনার ও জাহাজজটের কারণে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনে ভাড়াও বেড়ে যায় অস্বাভাবিক হারে। জেনেটার এক পরিসংখ্যান বলছে, নভেম্বরে কনটেইনার ভাড়া বেড়েছে ১৬ দশমিক ৩ শতাংশ। চলতি বছর সার্বিকভাবে এ ব্যয় বছরওয়ারি বেড়েছে ১২১ দশমিক ২ শতাংশ। এই বর্ধিত ব্যয় অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আঙ্কটাড আশঙ্কা করছে।

শ্রীলংকায় টার্মিনাল নির্মাণ করবে ভারত ও চীন

শ্রীলংকার মন্ত্রিসভা সম্প্রতি কলম্বো পোর্টের একটি টার্মিনাল নির্মাণে চীনা রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানির কাজ করার চুক্তিতে অনুমোদন দিয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, কলম্বো পোর্টের ইস্ট কনটেইনার টার্মিনাল (ইসিটি) নির্মাণের দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজ করবে চায়না হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (সিএইচইসি)। শুরুতে এই কাজ ভারত ও জাপানের যৌথভাবে করার কথা ছিল। কিন্তু ২০১৯ সালে স্বাক্ষরিত একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি চলতি বছরের শুরুতে বাতিল করে দেয় কলম্বো।

এদিকে কলম্বোর ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল কনটেইনার টার্মিনাল (সিডব্লিউআইসিটি) উন্নয়নে একযোগে কাজ করবে শ্রীলংকার জন কিলস হোল্ডিংস, শ্রীলংকান পোর্টস অথরিটি (এসএলপিএ) ও ভারতের আদানি গ্রুপ। গত সেপ্টেম্বরে এ বিষয়ে ৭০ কোটি ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী আদানি পোর্টস টার্মিনালটির ৫১ শতাংশ মালিকানা পাবে। আর জন কিলস ও এসএলপিএর মালিকানা থাকবে যথাক্রমে ৩৪ ও ১৫ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম অফশোর ফার্মের নির্মাণকাজ শুরু

নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস হিসেবে গভীর সমুদ্র বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পে শীর্ষস্থান নিশ্চিত করতে চাইছে যুক্তরাষ্ট্র। এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা হাতে নিচ্ছে উচ্চাভিলাষী সব অফশোর প্রকল্প; করছে বড় অংকের বিনিয়োগ। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি দেশটির বৃহত্তম বাণিজ্যিক অফশোর উইন্ড ফার্মের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে।

প্রকল্পটির অবস্থান ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের মার্থা'স ভিনিয়ার্ড দ্বীপের উপকূল থেকে প্রায় ১৫ মাইল গভীরে। এই উইন্ড ফার্মে ৮০৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে, যা দিয়ে ৪ লাখের বেশি বাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে। ২০২৩ সালে ফার্মটিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রকল্পটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে স্প্যানিশ বহুজাতিক বিদ্যুৎ পরিষেবা

কোম্পানি ইবেরদ্রোলার মালিকানাধীন ভিনিয়ার্ড উইন্ড। এই প্রকল্পে প্রায় ৩ হাজার ৬০০ মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে কোম্পানিটি জানিয়েছে।

বন্দর ও লজিস্টিকস খাতের সংস্কারে বড় অংকের বিনিয়োগ চুক্তি করেছে ইন্দোনেশিয়া

কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের দিক থেকে প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে ইন্দোনেশিয়া। দেশটিতে লজিস্টিকস ব্যয়ও তুলনামূলক বেশি। এই সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে দেশটি পরিবহন ও বন্দর খাতে বড় ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়েছে। এরই মধ্যে বড় অংকের বিনিয়োগ চুক্তিও সম্পন্ন করেছে তারা। ইন্দোনেশিয়া ইনভেস্টমেন্ট অথরিটি (আইএনএ) ও দুবাইভিত্তিক ডিপি ওয়ার্ল্ডের মধ্যকার এই চুক্তি সমুদ্র পরিবহন খাতে এগিয়ে যেতে সহায়ক হবে বলে দেশটির সরকার আশা করছে।

ডিপি ওয়ার্ল্ড ও আইএনএর মধ্যে স্বাক্ষরিত এই কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তির অধীনে হিন্টারল্যান্ড কানেক্টিভিটি, অভ্যন্তরীণ টার্মিনাল, কার্গো পার্ক, ফিডার নেটওয়ার্ক সিস্টেম, সড়কপথে পরিবহন, শিল্পাঞ্চল স্থাপন ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ করা হবে। দীর্ঘমেয়াদে এই বিনিয়োগের পরিমাণ ৭৫০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সংকট কাটিয়ে প্রবৃদ্ধির পথে যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা আমদানি

প্রতি বছরই যুক্তরাষ্ট্রে বছর শেষের ছুটির মৌসুমে ভোগ্যপণ্যের বিক্রি বেড়ে যায়। স্বভাবত আমদানিতেও চাঙ্গাভাব বিরাজ করে। কিন্তু পণ্য ও জাহাজজটের কারণে এবার সরবরাহ শৃঙ্খল ভেঙে পড়ায় খুচরা আমদানির পরিমাণ কমে যেতে পারে বলে বিশ্লেষকরা ধারণা করছিলেন। তবে ন্যাশনাল রিটেইল ফেডারেশন (এনআরএফ) বলছে, সংকট কাটিয়ে খুচরা আমদানির পরিসংখ্যান শেষ পর্যন্ত বেশ ভালোই থাকবে।

অক্টোবরে কনটেইনার আমদানি আগের বছরের চেয়ে কিছুটা কম রয়েছে। তবে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকলে পুরো বছরের আমদানিতে সার্বিকভাবে ১৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি দেখা যেতে পারে। এনআরএফ বলছে, ২০০২ সালের পর যে পাঁচ মাসে খুচরা আমদানি সবচেয়ে বেশি হয়েছে, চলতি বছরের অক্টোবর তার একটি। এই চাঙ্গাভাবের কারণেই তারা আশা করছে, বছর শেষের হিসাবটা ইতিবাচকই হবে।

এক্স-প্রেস পার্লের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারে কাজ করবে চীনা রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি

শ্রীলংকা উপকূলে ডুবে যাওয়া কনটেইনার জাহাজ এক্স-প্রেস পার্লের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারে কাজ করবে চীনের পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠান সাংহাই স্যালভেজ কোম্পানি। সম্প্রতি শ্রীলংকা সরকার ও কোম্পানিটির মধ্যে এ বিষয়ে একটি চুক্তি হয়েছে। তবে জাহাজটির ধ্বংসাবশেষ পানির তলদেশ থেকে তুলে আনার আগে এর বিভিন্ন সরঞ্জাম অপসারণ করবে ফ্লোরিডাভিত্তিক কোম্পানি রিজলভ মেরিন। এই প্রক্রিয়ায় যে ব্যয় হবে, তা বহন করবে বিমা কোম্পানি। সম্প্রতি শ্রীলংকার আইনসভাকে দেশটির বিচারমন্ত্রী আলী সাবরি বিষয়টি অবহিত করেছেন।

গত মে মাসে শ্রীলংকা উপকূলে এক্স-প্রেস পার্লের ট্যাংকার লিকেজ হয়ে নাইট্রিক অ্যাসিড ছড়িয়ে পড়ে ও অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। সপ্তাহ দুয়েক ধরে জ্বলার পর ২ জুন জাহাজটি ডুবে যেতে শুরু করে।

হুন্দাইয়ের দাইয়ু অধিগ্রহণে জট কাটছে

হুন্দাই হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ হোল্ডিং কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক প্রতিদ্বন্দ্বী দাইয়ু শিপবিল্ডিং অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া আটকে রয়েছে এক বছরের বেশি সময় ধরে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) অ্যান্টিট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের অপেক্ষার কারণেই এই অচলাবস্থা। তবে ইতিবাচক খবর হলো, কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি এ বিষয়ে তাদের পর্যালোচনা পুনরায় শুরু করেছে এবং আগামী ২০ জানুয়ারির মধ্যে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়ার দিনক্ষণ নির্ধারণ করেছে।

গত বছরের জুলাইয়ে নিজেদের পর্যালোচনা স্থগিত করে কর্তৃপক্ষ।

আর্কটিকে ব্ল্যাক কার্বন নিঃসরণ কমানোর উদ্যোগে অগ্রগতি

ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) মেরিন এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন কমিটির (এমইপিসি) ৭৭তম বৈঠকে জলবায়ু ইস্যুতে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। তবে আর্কটিক অঞ্চলে ব্ল্যাক কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে একটি ঐচ্ছিক ও অবাধ্যতামূলক পদক্ষেপ অনুমোদিত হয়েছে এ বৈঠকে।

কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, সুইডেন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ ১১টি দেশ আর্কটিক অঞ্চলে চলাচলকারী জাহাজগুলোয় পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ঐচ্ছিক ব্যবহারের আহ্বান জানায়। এমইপিসির বৈঠকে এই প্রস্তাব ২৭টি সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থন পেয়েছে। তবে রাশিয়া, চীন, ভারত, জাপান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) ও অ্যাঙ্গোলা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে।

আর্কটিক অঞ্চলে ব্ল্যাক কার্বন নিঃসরণ কমানোর দাবি দিন দিন জোরালো হচ্ছে। সমুদ্র পরিবহনের ফলে জলবায়ুর ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, তার প্রায় ২০ শতাংশের জন্য দায়ী ব্ল্যাক কার্বন। স্বল্পজীবী এই দূষণকারী পদার্থ বরফ ও হিমের ওপর পড়ার পর এটি অতিরিক্ত মাত্রায় সূর্যের তাপ শোষণ করে এবং বরফ গলার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় আর্কটিক অঞ্চলে জাহাজ চলাচল যেমন বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে ব্ল্যাক কার্বন নিঃসরণের হার। ২০১৫ থেকে ২০১৯-এই সময়ের মধ্যে সেখানে ব্ল্যাক কার্বন নিঃসরণের মাত্রা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

এমইপিসির সর্বশেষ বৈঠকে কার্বন নিঃসরণ কমানোর বিষয়ে আলোচনা আরও দুই বছর চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সদস্য রাষ্ট্রগুলো। বৈঠকে টনপ্রতি ২ ডলার বাংকার ফি আরোপের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়নি। এছাড়া ২০৫০ সাল নাগাদ আইএমওর ডিকার্বনাইজেশন লক্ষ্যমাত্রা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ১০০ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাবনাও যথেষ্ট সমর্থন পায়নি।

সংবাদ সংক্ষেপ

➤ লাইসেন্স বিরোধ নিস্পত্তির জন্য ফরাসি জেলেদের ইংলিশ চ্যানেল অবরোধ

ব্রেক্সিট-পরবর্তী সময়ে ব্রিটেনের সঙ্গে ফিশিং লাইসেন্স নিয়ে ফ্রান্সের বিরোধ চলে আসছে অনেকদিন হলো। এই অচলাবস্থার অবসান চেয়ে আন্দোলন করেও কোনো সমাধান পাননি ফরাসি জেলেরা। তাই বাধ্য হয়ে ভিন্ন উপায়ে প্রতিবাদ করেছেন তারা।

সম্প্রতি ফরাসি জেলেরা বন্দরের প্রবেশপথ ও চ্যানেল টানেলের প্রবেশমুখ আটকে দিয়ে উভয় দেশের নীতিনির্ধারকদের কাছে বার্তা পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। এর ফলে ইংলিশ চ্যানেলের ফেরি সার্ভিস ও ফরাসি বন্দরগুলোয় পণ্যবাহী জাহাজের প্রবেশ বেশ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকে।

➤ আইএমও মহাসচিবের সমুদ্র নিরাপত্তাবিষয়ক নতুন উপদেষ্টা পিটার অ্যাডামস

ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) মহাসচিবের সমুদ্র নিরাপত্তাবিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সংস্থাটির মেরিটাইম সেফটি ডিভিশনের মেরিটাইম সিকিউরিটি হেড পিটার অ্যাডামস।

আইএমওর বিভিন্ন কার্যাবলির মধ্যে যেসব বিষয় বিশেষ গুরুত্ব পায়, সেগুলোর মধ্যে সমুদ্র নিরাপত্তা অন্যতম। পিটার অ্যাডামসের কাজ হবে সমুদ্র নিরাপত্তার বিষয়ে আইএমওর সর্বোচ্চ পর্যায়কে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা এবং সংস্থাটির বাইরে থেকে কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা করা।

➤ নতুন এআই নিবন্ধন চালু করেছে লয়েড'স রেজিস্টার

লয়েড'স রেজিস্টারের সনদপ্রাপ্ত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি সরবরাহকারীদের জন্য নতুন এআই নিবন্ধন চালু করেছে সংস্থাটি। মেরিটাইম খাতে এই ধরনের নিবন্ধন চালু হলো এই প্রথম।

সমুদ্র শিল্পে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। বিশেষ করে অটোনমাস নেভিগেশন সিস্টেমের চাহিদা ও জনপ্রিয়তা ঊর্ধ্বমুখী। এ অবস্থায় খাতসংশ্লিষ্টরা যেন প্রমাণিত ও বিশ্বস্ত এআই প্রযুক্তির সুবিধা ভোগ করতে পারেন, তার সুযোগ করে দিতেই নতুন নিবন্ধন ব্যবস্থাটি চালু করেছে লয়েড'স রেজিস্টার।

➤ মিসিসিপিতে খননকাজের পাইলট প্রকল্প চালু

পলি জমে মিসিসিপি নদীর শিপিং চ্যানেলের কমে যাওয়া নাব্যতা পুনরুদ্ধারে সেখানে পাইলট প্রকল্প আকারে খননকাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে সেখানে খননযন্ত্র ড্রেজ গোয়েটজকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

২২৫ ফুট দীর্ঘ গোয়েটজ এই প্রকল্পে ক্যানসাস সিটি ডিস্ট্রিক্টকে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করবে। সিটি ডিস্ট্রিক্ট এর মাধ্যমে পর্যালোচনা করে দেখবে, নাব্যতা ধরে রাখার কাজে বৃহদাকার ড্রেজারগুলো কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। কমার্শিয়াল ট্রাফিক বেশি থাকায় মিসিসিপি চ্যানেলে নিয়মিত ড্রেজিং অনেক চ্যালেঞ্জিং একটি বিষয়।

সংবাদ সংক্ষেপ

নারীদের জন্য দিবস উদ্‌যাপন করবে আইএমও

এখন থেকে প্রতি বছর ১৮ মে ইন্টারন্যাশনাল ডে ফর উইমেন ইন মেরিটাইম হিসেবে উদ্‌যাপন করবে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও)। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সংস্থাটির কাউন্সিল সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ডিসেম্বরে আইএমওর পরবর্তী অধিবেশনে সিদ্ধান্তটি অনুমোদন দেওয়ার কথা রয়েছে।

গত সেপ্টেম্বরে প্রথম দিবসটি উদ্‌যাপনের প্রস্তাব উপস্থাপন করে আইএমওর টেকনিক্যাল অপারেশন কমিটি। আইএমও নারীর ক্ষমতায়নের চেষ্টা অনেকদিন ধরেই করে যাচ্ছে। ২০১৯ সালে সংস্থাটির ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম থিম ছিল 'মেরিটাইম কমিউনিটিতে নারীর ক্ষমতায়ন।'

নর্দার্ন সি রুটে পণ্য পরিবহন বেড়েছে ৪.৮%

চলতি বছরের জানুয়ারি-অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে নর্দার্ন সি রুট দিয়ে মোট ২ কোটি ৮২ লাখ ৮ হাজার টন পণ্য পরিবহন হয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি। এ সময়ে রুটটিতে ট্রানজিট পণ্য পরিবহন হয়েছে ২১ লাখ ২৫ হাজার টন, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬৬ শতাংশ বেশি।

আলোচ্য সময়ে মোট ১ হাজার ১৫৫টি জাহাজ নর্দার্ন সি রুট দিয়ে চলাচলের অনুমোদন পেয়েছে, যা বছরওয়ারি ১৮ শতাংশ বেশি।

সাইবার সুরক্ষায় পানামা খাল ও ক্লাস এনকের মধ্যে এমওইউ সই

সাইবার নিরাপত্তার বিষয়ে সম্প্রতি জাপানভিত্তিক ক্লাস এনকের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেছে পানামা খাল কর্তৃপক্ষ।

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সাইবার হামলার ঝুঁকিও বেড়েছে। এ কারণে পানামার পতাকাবাহী সব জাহাজের মালিক, অপারেটর ও অন্যান্য অংশীজনের প্রতি খাল কর্তৃপক্ষ আহ্বান জানিয়েছে, সাইবার হামলার যেকোনো ঘটনা ঘটলে তারা যেন তা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে। আর এই তথ্য বিশ্লেষণ করে সাইবার ঝুঁকির প্যাটার্ন ও সম্ভাব্য সমাধানের পরামর্শ দেবে ক্লাস এনকে।

বাল্টিকে বিশাল বন্দর অবকাঠামো প্রকল্প হাতে নিয়েছে রাশিয়া

বাল্টিক উপকূলে নিজেদের জলসীমায় সর্ববৃহৎ বিনিয়োগ প্রকল্প হাতে নিয়েছে রাশিয়া। এই প্রকল্পের অধীনে বিশাল একটি পোর্ট কমপ্লেক্স নির্মাণ করবে তারা। এছাড়া একটি ট্রান্সশিপমেন্ট টার্মিনালও নির্মাণ করা হবে।

গালফ অব ফিনল্যান্ডের পূর্বাঞ্চলে সেন্ট পিটার্সবার্গের নিকটবর্তী প্রিমোরস্কিতে এই অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে। বাল্টিকে রুশ বন্দরগুলো প্রতি বছর মোট যে পরিমাণ কার্গো হ্যান্ডলিং করে, নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলে তার ২০ শতাংশ সমপরিমাণ পণ্য হ্যান্ডলিং করতে সক্ষম হবে এই পোর্ট কমপ্লেক্স ও ট্রান্সশিপমেন্ট টার্মিনাল।

ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিচ্ছে রেকর্ড সংখ্যক অভিবাসনপ্রত্যাশী

ঝুঁকিপূর্ণ উপায়ে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ঢল অনেক বছর ধরেই ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে চলতি বছর শীতের মৌসুম যত এগোচ্ছে, এই প্রবাহ ক্রমেই নতুন উচ্চতায় পৌঁছাচ্ছে। সম্প্রতি একদিনেই রেকর্ড ১ হাজার ১৮৫ অভিবাসনপ্রত্যাশী ছোট্ট নৌকায় ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছে, যেসব নৌকার বেশির ভাগই সাগর পাড়ি দেওয়ার উপযুক্ত নয়। যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে।

বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত একটি শিপিং রুট হলো ইংলিশ চ্যানেল। সাম্প্রতিক সময়ে অভিবাসনপ্রত্যাশীরা ক্যানু বা ছোট্ট ডিঙিজাতীয় নৌকায় করে এই চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছে। আর এমনটি জানতে পেরে বিখ্যাত ফরাসি ক্রীড়াসামগ্রী বিক্রেতা ডেকাথলন তাদের কয়েকটি স্টোরে ক্যানু বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে। কয়েকদিন আগে ছোট কায়াকে করে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার সময় নৌকাডুবিতে তিনজন অভিবাসনপ্রত্যাশী নিখোঁজ হন বলে বিবিসি জানিয়েছে।

এই অভিবাসন সংকট নিয়ে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স প্রায়ই একে অন্যকে দোষারোপ করে। সম্প্রতি ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড ডারমেনিন ব্রিটেনকে এই দোষারোপের নীতি থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান। অন্যদিকে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রীতি প্যাটেল অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়া ঠেকাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা অবৈধভাবে চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ব্রিটেনে আসবে এবং শরণার্থী হিসেবে বিবেচনার জন্য আবেদন করবে, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে নতুন একটি খসড়া আইন প্রস্তাব করেছেন তিনি।

সারা বিশ্বে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের বহুল ব্যবহৃত একটি রুট হলো সমুদ্রপথ। ছোট নৌকায় করে বিপদসংকুল সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায়ই তাদের জীবন হুমকির মুখে পড়ে।

তারা কোম্পানি দুটির কাছে অধিগ্রহণের বিষয়ে আরও কিছু তথ্য চেয়ে পাঠায়। এর আগে অ্যান্টিট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করে বলেছিল, এই অধিগ্রহণের ফলে পণ্যবাহী জাহাজ নির্মাণে প্রতিযোগিতা কমে যেতে পারে, যার ফলে জাহাজের দামও বাড়তে পারে।

২০৫০ সাল নাগাদ নিট জিরো কার্বন নিঃসরণের পক্ষে ইন্টারট্যাংকো

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রতিরোধে কার্বন নিঃসরণ কমানোর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে সর্বত্রই। শিপিং খাতেও বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ কারণে আন্তর্জাতিক সমুদ্র পরিবহন খাতে কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা দ্বিগুণ করে ২০৫০ সাল নাগাদ কার্বন নিরপেক্ষতা অর্জনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আর এই নতুন লক্ষ্যমাত্রার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে দ্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইনডিপেনডেন্ট ট্যাংকার ওনার্সের (ইন্টারট্যাংকো) কাউন্সিল সদস্যরা।

ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ছিল আন্তর্জাতিক সমুদ্র পরিবহনে গ্রিনহাউস গ্যাস (জিএইচজি) নিঃসরণের মাত্রা ২০৫০ সাল নাগাদ ৫০ শতাংশ কমানোর। তবে এখন এই লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করে ৫০ শতাংশের পরিবর্তে শতভাগ নিঃসরণ কমানোর প্রস্তাব করা হচ্ছে। ইন্টারট্যাংকো মনে করছে, নিঃসরণ দ্বিগুণ কমানোর এই লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখেই কর্মপরিকল্পনা সাজানো উচিত শিপিং খাতের।

প্লাস্টিক হারভেস্টারের প্রোটোটাইপ পরীক্ষা সম্পন্ন

সাগর থেকে প্লাস্টিক বর্জ্য অপসারণের লক্ষ্যে নিজেদের প্রথম প্লাস্টিক হারভেস্টার প্রোটোটাইপের পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে অলাভজনক সংস্থা আওয়ার ক্লিনার প্ল্যানেট। এখন তারা আরও বড় পরিসরে পরীক্ষা চালাতে প্রস্তুত। আর সংস্থাটি পুরোদমে প্লাস্টিক হারভেস্টার সাগরে ব্যবহার শুরুর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ২০২৫ সাল।

সাগর থেকে প্লাস্টিক বর্জ্য অপসারণের এই প্রক্রিয়ায় ৫ মাইক্রোন পর্যন্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা অপসারণ করা সম্ভব। সাগরের উপরিতল থেকে ৬০ ফুট গভীর পর্যন্ত অঞ্চল থেকে প্লাস্টিক বর্জ্য অপসারণ করতে পারবে আওয়ার ক্লিনার প্ল্যানেট উদ্ভাবিত এই হারভেস্টার। সংস্থাটি এ ধরনের কয়েকটি জাহাজের একটি বহর গড়ে তুলতে চাইছে, যেখানে প্রতিটি জাহাজ বছরে ১ হাজার টন পর্যন্ত প্লাস্টিক অপসারণ করতে পারবে।

নাম থেকে রয়েল ডাচ্ বাদ দিচ্ছে শেল

জ্বালানি তেল খাতের জায়ান্ট শেল তাদের নাম থেকে 'রয়েল ডাচ' অংশটুকু ছেঁটে ফেলতে চাইছে। পাশাপাশি নিজেদের হেডকোয়ার্টার নেদারল্যান্ডস থেকে সরিয়ে যুক্তরাজ্যে নেওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

মূলত কর সুবিধা পেতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে শেল। প্রথমত, যুক্তরাজ্যে করপোরেট ট্যাক্সের হার নেদারল্যান্ডসের চেয়ে কম। দ্বিতীয়ত, নেদারল্যান্ডসে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে নতুন করে ১৫ শতাংশ ডিভিডেন্ড উইথহোল্ডিং ট্যাক্স আরোপ করা হয়েছে, যা গত জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়েছে। নেদারল্যান্ডস থেকে সদর দপ্তর সরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে এই বাড়তি করের বোঝা থেকে বাঁচতে পারবে ইউরোপের বৃহত্তম জ্বালানি কোম্পানিটি। পাশাপাশি দ্বৈত তালিকাভুক্তির পরিবর্তে একটি দেশের এক্সচেঞ্জে লেনদেন পরিচালনার ফলে কোম্পানিটির শেয়ার কাঠামোও অনেক সহজ হবে।

সাপ্লাই চেইনের দুরবস্থায় মন্থর বিশ্ব বাণিজ্যের গতি: ডব্লিউটিও

কোভিড-১৯ মহামারির প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে বেশ ভালোভাবেই ফিরে এসেছিল বিশ্ব বাণিজ্য। কিন্তু সাপ্লাই চেইনের স্থবিরতার কারণে বাণিজ্যের গতি ফের শ্লথ হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয়েছে।

নভেম্বরে ডব্লিউটিওর গুডস ট্রেড ব্যারোমিটার ১০০ পয়েন্টের বেজলাইনের নিচে নেমে ৯৯ দশমিক ৫ পয়েন্টে অবস্থান করছে। গত আগস্টে এই মান রেকর্ড ১১০ দশমিক ৪ পয়েন্টে উঠে গিয়েছিল। এই পতনের কারণ হিসেবে ডব্লিউটিও বলছে, আমদানি চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় বছরের প্রথমার্ধে বন্দরগুলোর ওপর চাপ তৈরি হয়েছিল। এর ফলে বন্দরে তৈরি হওয়া জট বাণিজ্যে স্থবিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া অটোমোবাইল, সেমিকন্ডাক্টরের মতো পণ্যের উৎপাদন কমার কারণেও নভেম্বরে পণ্য বাণিজ্যের গতি শ্লথ হয়েছে।

নিউক্লিয়ার প্রপালশনে ভবিষ্যৎ খুঁজছে যুক্তরাষ্ট্র

নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর নিয়ে গবেষণায় ৮৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করছে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি মন্ত্রণালয়। এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে মেরিন প্রপালশনে রিঅ্যাক্টর প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়েও গবেষণা করা হবে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মেরিটাইম খাতে এই নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেগুলো থেকে উত্তরণের উপায় খোঁজার জন্য আমেরিকান ব্যুরো অব শিপিংকে (এবিএস) ৮ লাখ ডলার দেবে জ্বালানি মন্ত্রণালয়।

নিঃসরণমুক্ত শিপিং খাত গড়ে তোলার জন্য যেসব বিকল্প জ্বালানির কথা ভাবা হচ্ছে, নিউক্লিয়ার পাওয়ার তার একটি। এই পারমাণবিক শক্তিচালিত কনভেনশনাল প্রেশারাইজড-ওয়াটার রিঅ্যাক্টর সামরিক কাজে ব্যবহার হচ্ছে কয়েক দশক ধরে। রাশিয়ায় বেসামরিক সরকারি কাজেও এই ধরনের রিঅ্যাক্টর ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মেরিটাইম শিল্পে এর ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে।

বহুপক্ষীয় বাণিজ্য আলোচনায় সমুদ্র পরিবহনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান আইসিএসের

বহুপক্ষীয় যেকোনো বাণিজ্য আলোচনায় সমুদ্র পরিবহনের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) মহাপরিচালকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব শিপিং (আইসিএস)। ডব্লিউটিওর উচ্চপর্যায়ের বৈঠক সামনে রেখে এ আহ্বান জানিয়েছে তারা।

সমুদ্র পরিবহন সেবার উদারীকরণের বিষয়ে ডব্লিউটিওতে আলোচনা কয়েক বছর ধরে থমকে রয়েছে। এর আগে বিভিন্ন আলোচনায় সরকারগুলো এ বিষয়ে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেগুলো আইনি রূপ পাওয়ার প্রক্রিয়াও মুখ থুবড়ে পড়েছে। এ অবস্থায় বিষয়টি নিয়ে ইতিবাচক উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য ডব্লিউআইটিওর কার্যকর পদক্ষেপ কামনা করছে আইসিএস। সম্প্রতি ব্যবসায়িক নেতাদের সঙ্গে এক ব্রিফিং সেশনে ডব্লিউটিওর মহাপরিচালকের প্রতি তারা আহ্বান জানিয়েছে, সংস্থাটির পরবর্তী বৈঠকে যেন বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

বন্দর অবকাঠামো বিনিয়োগে কানাডার চেয়ে পিছিয়ে যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলীয় বন্দরগুলো এশিয়ার সঙ্গে সমুদ্রপথে সংযোগ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব বন্দরকে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্র বাণিজ্যের স্বর্ণদ্বার। কিন্তু এই বন্দরগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার যে তহবিল বরাদ্দ করেছে, তা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য যথেষ্ট নয়। ওয়াশিংটন ও ক্যালিফোর্নিয়ার বন্দরগুলো পরিচালিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে এমনটাই বলা হয়েছে।

এতে উল্লেখ করা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলীয় বন্দরগুলো যে পরিমাণ কেন্দ্রীয় তহবিল সহায়তা পেয়েছে, কানাডার বন্দরগুলো পেয়েছে তার চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সহায়তার কারণে কনটেইনার ট্রাফিক আকর্ষণে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার বন্দরগুলো যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ও ক্যালিফোর্নিয়ার বন্দরগুলোকে পেছনে ফেলেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে অফশোর তেল-গ্যাসের ঐতিহাসিক ইজারা নিলাম অনুষ্ঠিত

যুক্তরাষ্ট্রের তেল ও গ্যাস খাতে ঐতিহাসিক এক নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি মেক্সিকো উপসাগরে বিশাল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত তেল ও গ্যাসক্ষেত্রের ইজারা নিলামের আয়োজন করা হয়। এই নিলাম থেকে ১৯ কোটি ১৬ লাখ ডলার রাজস্ব পেয়েছে সরকার। ২০১৪ সালের পর একক কোনো নিলামে তেল ও গ্যাসক্ষেত্র ইজারা বাবদ সরকারের রাজস্ব আয় এটাই সর্বোচ্চ।

গত বছর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণা চলাকালে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণাধীন জমি ও গভীর সাগরে তেল ও গ্যাসক্ষেত্র ইজারা বাতিলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি তার সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টেরিয়রকে নির্দেশ দেন। এরই ধারাবাহিকতায় মেক্সিকো উপসাগরে পূর্বনির্ধারিত একটি ইজারা বাতিল করে বাইডেন প্রশাসন।

তবে সম্প্রতি আদালতের নির্দেশে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয় সরকার। গত মার্চে তেল ও গ্যাস উত্তোলক ১২টি অঙ্গরাজ্য একযোগে আদালতের শরণাপন্ন হয়। ইজারা পুনর্বহালের ব্যবস্থা গ্রহণে ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টেরিয়রকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য আদালতের প্রতি আর্জি জানায় তারা। এ পরিপ্রেক্ষিতে গত জুনে লুইজিয়ানার ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট প্রাথমিক রায়ে ইজারা পুনরায় চালুর নির্দেশ দেন।

নিলামে মেক্সিকো উপসাগরের ৮ কোটি একর এলাকাজুড়ে যেসব তেল ও গ্যাসক্ষেত্র ইজারাবিহীন রয়েছে, সেগুলোর ইজারা প্রস্তাব করা হয়। এর মধ্যে ১৭ লাখ একর এলাকাজুড়ে বিস্তৃত ৩০৮টি ক্ষেত্রের ইজারা কিনেছে বিভিন্ন কোম্পানি। এদের মধ্যে রয়েছে এক্সনমবিল, শেভরন, বিপি, রয়েল ডাচ্ শেল ইত্যাদি। সবচেয়ে বেশি ৪ কোটি ৭১ লাখ ডলার বিনিয়োগ করেছে শেভরন।

সংবাদ সংকেত

- নতুন প্রজন্মের পাওয়ার ও প্রপালশন সিস্টেম উন্মোচন করেছে বিএই সিস্টেমস। এতে রয়েছে অপেক্ষাকৃত ছোট ও হালকা মডিউলার অ্যাকসেসরি পাওয়ার সিস্টেম (এমএপিএস) ও মডিউলার পাওয়ার কন্ট্রোল সিস্টেম (এমপিসিএস)।
- চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে এডি পোর্টস গ্রুপের আয় হয়েছে ৭৬ কোটি ডলার, আগের বছরের একই সময়ের ৬২ কোটি ৫০ লাখ ডলারের তুলনায় যা ২২ শতাংশ বেশি।
- লুইজিয়ানার প্লাকেমিনস পেরিশে নবনির্মিত কনটেইনার পোর্টের পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে মায়েরস্ক গ্রুপের এপিএম টার্মিনালস। এ বিষয়ে সম্প্রতি বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এপিএম টার্মিনালসের একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।
- নভেল করোনাভাইরাসের ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের সংক্রমণের কারণে চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বন্দরনগরী দালিয়ানে নতুন করে লকডাউন ও কোয়ারেন্টিনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এ নিয়ে সেখানে তৃতীয় দফায় বিধিনিষেধ আরোপ করা হলো।
- বর্ধিত চাহিদা মেটাতে বন্দর সম্প্রসারণের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে ডাবলিন পোর্ট কোম্পানি। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আয়ারল্যান্ডের বৃহত্তম কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করবে তারা।
- নতুন প্রডাকশন ও রিফাইনিং হাব প্রতিষ্ঠায় ২০২২ সালে ২ হাজার ৪০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে রুশ গ্যাস জায়ান্ট গ্যাজপ্রম। সম্প্রতি কোম্পানিটির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই বিনিয়োগ পরিকল্পনায় অনুমোদন দিয়েছে।
- এডেন উপসাগরে ইরানি অয়েল ট্যাংকারে আরও একটি সম্ভাব্য জলদস্যু হামলা প্রতিহত করার কথা জানিয়েছে দেশটির নৌবাহিনী। এক মাসের কম সময়ের মধ্যে এটি জলদস্যু হামলা প্রতিহত করার দ্বিতীয় ঘটনা।
- বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের দুরবস্থার মধ্যেও তৃতীয় প্রান্তিকে রেকর্ড মুনাফা অর্জনের কথা জানিয়েছে জাপানি শিপিং কোম্পানিগুলো। মূলত জাহাজ ভাড়া বেশি থাকার কারণেই এই মুনাফা করতে পেরেছে তারা।
- দুবাইয়ে অনন্য হাইব্রিড বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাসংবলিত নতুন একটি প্যাট্রোল বোট উন্মোচন করেছে রিবক্রাফট। এই বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা সরবরাহ করেছে ট্রান্সফ্লুইড অ্যান্ড এলকাম ইন্টারন্যাশনাল।
- এশিয়া কার্গো নিউজের তালিকায় উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের সেরা বন্দর নির্বাচিত হয়েছে পোর্ট অব লং বিচ। এ নিয়ে টানা তিন বছর এই সাফল্য দেখাল বন্দরটি।
- ইউএস ফেডারেল মেরিটাইম কমিশনের নতুন সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন উইলিয়াম বিল কোডি। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং বেসরকারি খাতে আইনি ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ২০ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে তার।
- প্রথমবারের মতো সাগরযাত্রা করেছে বিশ্বের প্রথম ইলেকট্রিক ও সেলফ-প্রপেলড কনটেইনার জাহাজ ইয়ারা বার্কল্যান্ড। তবে এটি বাণিজ্যিক যাত্রা ছিল না। জাহাজটি বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করবে আগামী বছর।

মেরিটাইম ইভেন্টস

মেরিসা ডে ফাইভ: সিকিউরিটি চ্যালেঞ্জেস ইন কোস্টাল এরিয়া

১৩ জানুয়ারি, ভার্চুয়াল

সমুদ্র নিরাপত্তার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার যুগোপযোগী সমাধান অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ২০১৭ সালে জার্মানির ব্রেমেন শহরে যাত্রা হয় মেরিটাইম সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাপ্লিকেশনস (মেরিসা) সিম্পোজিয়ামের। প্রতি দুই বছর পর সিম্পোজিয়ামটি আয়োজনের কথা থাকলেও করোনা পরিস্থিতিতে তৃতীয় আসর ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। এই বিরতির ক্ষতি পুষিয়ে নিতে মেরিসা-ডে শীর্ষক আট সিরিজের অনলাইন ইভেন্টের আয়োজন করছে কর্তৃপক্ষ। ১৩ জানুয়ারি এর পঞ্চম কিস্তি অনুষ্ঠিত হবে, যার প্রতিপাদ্য হলো উপকূলীয় এলাকার নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ।

বিস্তারিত: bit.ly/3Eu5HO4

হাইপ্যাক ২০২২

১৮-২০ জানুয়ারি, লং বিচ, যুক্তরাষ্ট্র

হাইড্রোগ্রাফি ও ড্রেজিং-বিষয়ক এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় নবিশ ও অভিজ্ঞ উভয় ধরনের প্রশিক্ষণার্থীই অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তিন দিনব্যাপী এই কর্মশালা প্রশিক্ষণার্থীদের আরও কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবে। পাশাপাশি এই খাতের শীর্ষ কোম্পানিগুলোর অংশগ্রহণে একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হবে, যেখানে তাদের অত্যাধুনিক পণ্য ও সেবা তুলে ধরা হবে। এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীরা যেন হাইড্রোগ্রাফি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ পান, সেজন্য ওয়ান-অন-ওয়ান সেশনেরও আয়োজন করা হবে।

বিস্তারিত: bit.ly/3ptstRD

ইনমেক্স এসএমএম ইন্ডিয়া

১৯-২১ জানুয়ারি, মুম্বাই, ভারত

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র শিল্পের পরিসর বাড়ছে। সুনীল অর্থনীতির জোয়ারে তৈরি হচ্ছে ব্যবসার নতুন নতুন ক্ষেত্র। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে প্রয়োজন সঠিক নেটওয়ার্কিং। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই আয়োজন করা হবে ইনমেক্স এসএমএম ইন্ডিয়া। দক্ষিণ এশিয়ার সমুদ্র শিল্প-বিষয়ক সবচেয়ে বড় প্রদর্শনী ও সম্মেলন এটি। নেটওয়ার্কিং, লিড জেনারেশন, মার্কেট ইনসাইট ইত্যাদির মেলবন্ধনের মাধ্যমে সমুদ্র খাতে ব্যবসায়িক সম্ভাবনাগুলো অনুসন্ধানে সহায়ক ভূমিকা রাখবে এই আয়োজন।

বিস্তারিত: bit.ly/3z2E5hL

বন্দর পরিচিতি

আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর

ভূমধ্যসাগর ও মারিউত লেকে ঘেরা মিশরের নাইল ডেল্টা অঞ্চল। এরই পশ্চিম উপকূলে অবস্থান আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের। মিশরের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর বলা হয় আলেকজান্দ্রিয়াকে। আর দেশটির প্রধান বন্দর হলো আলেকজান্দ্রিয়া।

আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে রয়েছে দুটি হারবার। পূর্ব ও পশ্চিমের হারবার দুটিকে বিভক্ত করে রেখেছে একটি 'টি' আকৃতির উপদ্বীপ। পূর্বের হারবারটি অগভীর; সেখানে বড় জাহাজ ভিড়তে পারে না। বাণিজ্যিক জাহাজগুলো পশ্চিমের হারবার ব্যবহার করে। এই হারবারকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য রয়েছে দুটি স্রোতপ্রতিরোধক বাঁধ।

আলেকজান্দ্রিয়া হলো বিশ্বের প্রাচীনতম বন্দরগুলোর একটি। সেখানে প্রথম বন্দর অবকাঠামো গড়ে তোলা হয় খ্রিস্টপূর্ব ১৯০০ সালের দিকে। তখন সেখানে রাকুতিস নামের একটি গ্রাম ছিল। মূলত উপকূলীয় এলাকা ও ফারো আইল্যান্ডে পণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে এই বন্দরের গোড়াপত্তন করা হয়। এরপর কয়েকশ বছর ধরে বালি ও পলি জমতে জমতে বন্দরটি জাহাজ চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

খ্রিস্টপূর্ব ৩৩১ সালের দিকে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট তার বাহিনীর নৌঘাঁটি হিসেবে আলেকজান্দ্রিয়া শহর গড়ে তোলেন। এ সময় তার সেনাদল বন্দরের বালি ও পলি অপসারণ করে চলাচলের উপযুক্ত করে। আলেকজান্ডারের প্রকৌশলী ডিনোক্র্যাট আলেকজান্দ্রিয়া ও ফারো আইল্যান্ডকে একটি ১ হাজার ২০০ মিটার দীর্ঘ ব্রিজ দিয়ে সংযুক্ত করেন। এর ফলে দুটি হারবার তৈরি হয়, যেগুলো বাণিজ্যিক ও সামরিক জাহাজ চলাচলের জন্য ব্যবহার করা হতো। উত্তর-পূর্বের বেসিনটি (বর্তমানে যেটি পূর্ব হারবার) ব্যবহার হতো সামরিক জাহাজ চলাচলের জন্য। আর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বেসিন ব্যবহার করা হতো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে। বর্তমানে এটিই আলেকজান্দ্রিয়ার মূল বন্দর। টলেমির আমলে ফারো আইল্যান্ডের সঙ্গে সংযোগকারী দ্বিতীয় আরেকটি ব্রিজ নির্মাণ করা হয়, যার ফলে পূর্ব হারবারটি দুটি খাঁড়িতে বিভক্ত হয়। বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ও ভূগোলবিদ স্ত্রাবোর বর্ণনায় জানা যায়, আলেকজান্দ্রিয়ার দুটি হারবারের একটির অবস্থান ছিল লেক মারিউতে। আরেকটি হারবারের অবস্থান ছিল ভূমধ্যসাগরের দিকে।

মিশরে রোমান শাসনামলে আলেকজান্দ্রিয়ার পশ্চিম হারবার থেকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য রপ্তানি হতো। রোমান সাম্রাজ্যের রমরমা সময়ে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে প্রতি বছর ৮৩ হাজার টন খাদ্যশস্য রোমে পাঠানো হতো। রোমান শাসনের শেষের দিকে সেখান থেকে প্রতি বছর ২ লাখ ২০ হাজার টন খাদ্যশস্য রোমান সাম্রাজ্যের তৎকালীন রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপলে (বর্তমানে তুরস্কের অন্তর্গত) পাঠানো হতো।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ইউরোপ ও ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহনে কয়েকটি রুট ব্যবহার করা হতো। এর একটি হলো ইতালির ভেনিস থেকে ভূমধ্যসাগর হয়ে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া এবং পরবর্তীতে সেখান থেকে লোহিত সাগর হয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলের বোম্বে (বর্তমান মুম্বাই) পর্যন্ত।

অটোমান শাসক মুহাম্মদ আলী উনিশ শতকের শুরুর দিকে নীল নদের সঙ্গে সংযোগকারী একটি মিঠাপানির খাল পুনঃখননের নির্দেশ দেন। ১৮২০ সালের দিকে এই কাজ শেষ হয় এবং এর নাম হয় মাহমুদিয়াহ ক্যানেল। মুহাম্মদ আলীর আমলে আলেকজান্দ্রিয়া শিপইয়ার্ড স্থাপিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্যালিপোলি ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণকারী ব্রিটিশ মেডিটেরানিয়ান এক্সপেডিশনারি ফোর্স আলেকজান্দ্রিয়া পোর্টকে তাদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছিল। বিশ শতকের শেষের দিকে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর দিয়ে সমুদ্র বাণিজ্যের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় এবং এর সক্ষমতা ছাড়িয়ে যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮০-এর দশকে এল-ডেখেইলাতে কনটেইনার শিপিংয়ের জন্য একটি নতুন বন্দর স্থাপিত হয়।

বর্তমানে মিশরের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের ৫৫ শতাংশ সম্পন্ন হয় আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর দিয়ে। পোর্ট অব ডেখেইলা ও ওয়েস্টার্ন পোর্ট অব আলেকজান্দ্রিয়ার পাশাপাশি শহরটিতে আরও কয়েকটি বন্দর রয়েছে। এগুলো হলো–আবু কির, সিদি ক্রের ও পুরনো ইস্টার্ন পোর্ট অব আলেকজান্দ্রিয়া, যেটি এখন আর বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার হয় না। সব মিলিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া শহরে অবস্থিত বন্দরগুলো দিয়ে মিশরের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের ৭৫ শতাংশের বেশি সম্পন্ন হয়।

আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলন-২০২১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর 'র‍্যাডিসন ব্লু' হোটেলে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী

বিনিয়োগ সুবিধা লুফে নিতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য সরকারের দেওয়া সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা লুফে নিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৮ নভেম্বর দুই দিনব্যাপী 'আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলন-২০২১' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণে তিনি এ আহ্বান জানান। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর 'র‍্যাডিসন ব্লু' হোটেলে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, জাপান, ভারত, সৌদি আরব, তুরস্ক, মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের ১৫টি দেশের ২ হাজার ৩৩২ জন নিবন্ধন করেছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। বাংলাদেশে একটি বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে আমরা অবকাঠামো উন্নয়নসহ সমস্ত নীতিসহায়তা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, দক্ষ-পরিশ্রমী জনসম্পদ সৃষ্টি, আকর্ষণীয় প্রণোদনার মাধ্যমে উদার বিনিয়োগ-নীতি এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিশাল বাজারের মধ্যবর্তী ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতি আস্থার ফলে ৬০ শতাংশের বেশি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আসছে পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে।'

বিনিয়োগ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ২৯ নভেম্বর বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ সরকার এমন কোনো অপ্রত্যাশিত নীতি কার্যক্রম গ্রহণ করবে না, যা আপনাদের বিনিয়োগের বিপক্ষে যেতে পারে। আপনাদের বিনিয়োগ এই দেশের আইন দ্বারা সুরক্ষিত থাকবে।'

এ সময় লজিস্টিকস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটি, বাংলাদেশের কো-চেয়ার আবুল কাশেম খান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এতে বক্তব্য রাখেন পিপিপি কর্তৃপক্ষের মহাপরিচালক মো. আবুল বাশার, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান ও চট্টগ্রাম চেম্বার সভাপতি মাহবুবুল আলম।

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেন, 'লজিস্টিকস খাতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা অপরিসীম। ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের পরিবহন ও অবকাঠামো খাতে প্রায় ২৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে এবং এ খাতসমূহের প্রদত্ত সেবার জন্য বছরে প্রায় ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজার রয়েছে। ব্যবসার আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে এই বাজারও আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবে।'

আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলন শেষে ২৭০ কোটি ডলার বা প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম। এ বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতির বেশির ভাগই সৌদি আরবের।

এক মাসে রেকর্ড সংখ্যক রপ্তানি পণ্যবাহী কনটেইনার হ্যান্ডলিং করেছে চট্টগ্রাম বন্দর

রপ্তানি পণ্যবাহী কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে রেকর্ড করেছে চট্টগ্রাম বন্দর। অক্টোবরে রপ্তানি পণ্যের কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে ৭২ হাজার ৬৪২ একক, যা এখন পর্যন্ত এক মাসে সর্বোচ্চ পরিমাণ হ্যান্ডলিং।

দেশের পোশাক খাতের ওপর ভিত্তি করে রপ্তানি বাণিজ্যে গতি ফিরে আসায় এ রেকর্ড গড়া সম্ভব হয়েছে। আর রপ্তানি পণ্য সঠিক সময়ে জাহাজীকরণে সর্বোচ্চ সেবা দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। রপ্তানি হওয়া অন্যান্য পণ্যের মধ্যে রয়েছে হিমায়িত খাদ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, প্লাস্টিক পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, প্রকৌশল ও রাসায়নিক পণ্য ইত্যাদি।

চলতি অর্থবছরের (২০২১-২২) প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) রপ্তানি পণ্যবাহী কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে ২ লাখ ৮১ হাজার ৯২৭ একক। এর মধ্যে সর্বোচ্চ হয়েছে অক্টোবরে, সংখ্যায় ৭২ হাজার ৬৪২ একক। এ ছাড়া জুলাইয়ে ৭০ হাজার ৭৮৬ একক, আগস্টে ৬৭ হাজার ৪০ ও সেপ্টেম্বরে ৭১ হাজার ৪৫৯ একক রপ্তানি পণ্যবাহী কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে গত মাসে ৪০ হাজার ৫৯২ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এক মাসে রপ্তানির হিসাবে তা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

জাহাজ ভাঙা শিল্পে তৃতীয়বারের মতো শীর্ষে বাংলাদেশ

টানা তৃতীয়বারের মতো জাহাজ ভাঙা শিল্পে শীর্ষ স্থানে বাংলাদেশ। ২০২০ সালে বাংলাদেশ এককভাবে বিশ্বের ৩৮ দশমিক ৫ শতাংশ জাহাজ ভেঙে শীর্ষস্থান দখল করে নেয়। ১৮ নভেম্বর জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থা 'আঙ্কটাড' প্রকাশিত 'রিভিউ অব মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট-২০২১' প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত এবং তৃতীয় স্থানে পাকিস্তান। ভারত ২৯ দশমিক ১ শতাংশ এবং পাকিস্তান ১৬ দশমিক ৬ শতাংশ জাহাজ ভেঙেছে। এছাড়া চতুর্থ স্থানে থাকা তুরস্ক ৯ দশমিক ২ শতাংশ এবং পঞ্চম অবস্থানে থাকা চীন ১ দশমিক ১ শতাংশ জাহাজ ভেঙেছে। অন্য দেশগুলোর অবদান মাত্র ৫ দশমিক ৫ শতাংশ।

২০১৯ সালেও বিশ্বে যে পরিমাণ জাহাজ ভাঙা হয়েছিল, তার ৫৪ দশমিক ৭ শতাংশই হয়েছিল বাংলাদেশে। ২০১৮ সালে এই হিস্যা ছিল ৪৭ দশমিক ২ শতাংশ। সে বছর ভারতকে টপকে বাংলাদেশ প্রথম স্থান দখল করে। এবার এ নিয়ে টানা তৃতীয়বার বাংলাদেশ এ শিল্পে প্রথম অবস্থান ধরে রাখল।

তৃতীয় দফায় ৬ হাজার ৭৫২ শ্রমিককে প্রণোদনা দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর

চট্টগ্রাম বন্দরের কার্গো ও কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে নিয়োজিত বার্থ অপারেটর, টার্মিনাল অপারেটর ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরদের অধীনে কর্মরত শ্রমিকদের প্রণোদনা দিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। ১৮ নভেম্বর তৃতীয় দফায় ৬ হাজার ৭৫২ জন শ্রমিককে ২ হাজার ৫০০ টাকা করে প্রণোদনা দেওয়া হয়। বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম. শাহজাহান প্রধান অতিথি হিসেবে শ্রমিক ও অপারেটরদের প্রতিনিধিদের হাতে এই অর্থ তুলে দেন।

এ সময় বন্দর চেয়ারম্যান বলেন, 'করোনা অতিমারীর সময় শ্রমিকরা নিরবচ্ছিন্নভাবে সেবা দিয়েছেন বলেই চট্টগ্রাম বন্দর এক মিনিটের জন্যও বন্ধ হয়নি। দেশের অর্থনীতি পুরোদমে সচল রাখতে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে শ্রমিকরা কাজ করেছেন। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলেও শ্রমিকদের আর্থিক সংগতির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে আমরা আবারও প্রণোদনা দিচ্ছি।'

চট্টগ্রাম বন্দরের নতুন পর্ষদ সদস্য ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (প্রকৌশল) হিসেবে ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান (ই), পিএসসি, বিএন যোগদান করেছেন। তিনি বিদায়ী সদস্য (প্রকৌশল) কমডোর এম. নিয়ামুল হাসান (এল), বিএন এর কাছ থেকে ২২ নভেম্বর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ১০ জানুয়ারি ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট হিসেবে যোগদান করেন এবং ১ জুলাই ১৯৯৫ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় কমিশন লাভ করেন। কম্পিট্যান্সি সার্টিফিকেট অর্জনের পর তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন ছোট, মাঝারি জাহাজ ও ফ্রিগেটে ইঞ্জিনিয়ার অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) থেকে যন্ত্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের একজন গ্রাজুয়েট এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়া তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন।

তিনি চাকরি জীবনে বিভিন্ন স্টাফ ও প্রশিক্ষণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ ঘাঁটি বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম এর ট্রেনিং কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক (প্রডাকশন) এবং চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিমিটেডে মহাব্যবস্থাপক (জাহাজ নির্মাণ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তিনি জাতিসংঘ মিশনে মিলিটারি অবজারভার হিসেবে জর্জিয়াতে এবং জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী কন্টিনজেন্টের সদস্য হিসেবে সাউথ সুদানে নিয়োজিত ছিলেন। চট্টগ্রাম বন্দরে যোগদানের আগে ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান পরিচালক (প্রকৌশল) হিসেবে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি আরও বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রাম বন্দরের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। তিনি চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ফ্রন্টলাইনার হিসেবে করোনার টিকার ব্যবস্থা করেছেন। তাই ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছানোর যে অভীষ্ট লক্ষ্যে তিনি কাজ করছেন, সে উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের নিজ নিজ জায়গা থেকে একাগ্রচিত্তে কাজ করে তাঁর হাতকে শক্তিশালী করব।'

এর আগে গত বছরের জুলাইয়ে প্রথম দফায় প্রত্যেক শ্রমিককে ১১ হাজার ও দ্বিতীয় দফায় চলতি বছরের মে মাসে ১ হাজার ৫০০ টাকাসহ খাদ্যসহায়তা দেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের শ্রম তহবিল থেকে এই অর্থ দেওয়া হয়।

প্রণোদনার অর্থ তুলে দেওয়ার সময় বন্দরের পর্ষদ সদস্য (প্রশাসন ও পরিকল্পনা) মো. জাফর আলম, সদস্য (অর্থ) কামরুল আমিন, সদস্য (প্রকৌশল) কমডোর এম. নিয়ামুল হাসান, সদস্য (হারবার ও মেরিন) কমডোর মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, পরিচালক (প্রশাসন) মো. মমিনুর রশিদ, পরিচালক (পরিবহন) এনামুল করিম, সচিব মো. ওমর ফারুক ও চিফ পারসোনেল অফিসার নাছির উদ্দিন এবং অপারেটর প্রতিষ্ঠানগুলোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় দূষণের শাস্তি বাড়ছে

চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় দূষণ করলে সর্বোচ্চ দুই বছরের জেল এবং ২ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রেখে 'চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বিল-২০২১' সংসদে তোলা হয়েছে। ১৫ নভেম্বর নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন। পরে সেটি পরীক্ষা করে ৬০ দিনের মধ্যে সংসদে প্রতিবেদন দিতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়। ১৯৭৬ সালের চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ বাতিল করে নতুন আইন করতে বিলটি আনা হয়েছে।

বিদ্যমান আইনে বন্দর এলাকা দূষণের জন্য সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা জরিমানার বিধান আছে। প্রস্তাবিত আইনে সেই শাস্তি পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের বিধান অনুযায়ী নির্ধারণ করার কথা বলা হয়েছে। খসড়া আইনে বলা হয়েছে, এ আইনের অধীনে কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে (যার শাস্তি উল্লেখ নেই এমন ক্ষেত্রে) সর্বোচ্চ ছয় মাসের দণ্ড এবং ২ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড দেওয়া যাবে। বিলে বলা হয়েছে, বন্দর এলাকায় কোনো জাহাজ বা যান্ত্রিক উপকরণের কারণে যদি বর্জ্য তৈরি হয়, তাহলে তার মালিক বা মাস্টার অথবা প্রতিনিধিকে তা অপসারণ করতে হবে।

চট্টগ্রাম বন্দরে চালু হচ্ছে 'ইলেকট্রনিক ডেলিভারি অর্ডার'

চট্টগ্রাম বন্দরে চালু হচ্ছে ইলেকট্রনিক ডেলিভারি অর্ডার, যা পণ্য খালাস করার কাজকে আমদানিকারকদের জন্য আরও দ্রুত, সহজ ও সাশ্রয়ী করবে। শিপিং এজেন্ট এবং ফ্রেইট ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট দ্বারা ইস্যুকৃত 'ডেলিভারি অর্ডার' নামের এই ছাড়পত্র আমদানি প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত অনেকগুলো নথির মধ্যে একটি। এই ছাড়পত্র প্রদানের প্রক্রিয়ার ডিজিটাল প্রক্রিয়াই হচ্ছে ইলেকট্রনিক ডেলিভারি অর্ডার।

শিপিং এজেন্ট ও ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার প্রতিষ্ঠান এই ছাড়পত্র আমদানিকারকদের দেন, যাতে তারা বন্দর থেকে চালান খালাস করতে পারেন। বর্তমান প্রক্রিয়া অনুযায়ী, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকদের শিপিং এজেন্ট বা ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে সশরীরে গিয়ে ডেলিভারি অর্ডার (ডিও) গ্রহণ করতে হয়। এতে বেশ কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়, যেটি আমদানি ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের পণ্য ডেলিভারি দেওয়ার সময়সীমাকে প্রভাবিত করে। ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং (সিঅ্যান্ডএফ) এজেন্টরা আমদানিকারকদের পক্ষে এই কাজটি করে থাকেন। শিপিং এজেন্টদের কার্যালয় সন্ধ্যায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই একদিনের মধ্যে ডিও সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। নতুন এই পদ্ধতির ফলে অনলাইনেই ডেলিভারি অর্ডার সংগ্রহ করতে পারবেন আমদানিকারকের এজেন্ট।

১ ডিসেম্বর থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ৬টি শীর্ষস্থানীয় শিপিং লাইন ডেলিভারি অর্ডার দেওয়া শুরু করবে। ২২ নভেম্বর বন্দর কর্তৃপক্ষ ৬টি প্রধান শিপিং এজেন্টকে অনলাইনে ডিও দিতে অনুরোধ করে। প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে এপিএল বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড, মায়েরস্ক বাংলাদেশ লিমিটেড, কন্টিনেন্টাল ট্রেডার্স বাংলাদেশ লিমিটেড, কন্টিনেন্টাল ট্রেডার্স, ওশান ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড ও এমএসসি মেডিটারেনিয়ান শিপিং কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড।

মাতারবাড়ী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

কক্সবাজারের মহেশখালী ও মাতারবাড়ী এলাকায় চলমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে সমন্বয় করার জন্য একটি কর্তৃপক্ষ করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, মাতারবাড়ী ও মহেশখালী এলাকায় অনেক প্রকল্পের কাজ চলছে। এসব কাজ বিচ্ছিন্নভাবে না করে একটি কর্তৃপক্ষের আওতায় করতে হবে। ২৩ নভেম্বর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

কক্সবাজারের মহেশখালী ও মাতারবাড়ী এলাকায় এখন ৩৭টি প্রকল্পের কাজ চলছে। এর মধ্যে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের দায়িত্বে আছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। মাতারবাড়ীতে ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্রের দায়িত্বে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়। সেখানে অর্থনৈতিক অঞ্চল হচ্ছে। সেটির দায়িত্বে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ। গ্যাসলাইন, এলএনজি, রাস্তাঘাট হচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তর আলাদা আলাদা করে এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসব কাজ সমন্বয়ে প্রধানমন্ত্রী মাতারবাড়ী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ করার নির্দেশ দেন। পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ যেভাবে কাজ করছে, নতুন কর্তৃপক্ষ সেভাবে কাজ করবে।

একনেক বৈঠক শেষে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান সাংবাদিকদের বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আলাদাভাবে কাজ করার সুযোগ নেই। একনেক সভায় ২৯ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১০টি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম ও পরিকল্পনা বিভাগের সচিব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তীসহ অন্যরা।

লজিস্টিকস খাতের উন্নয়নে প্রয়োজন সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ

দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হলে লজিস্টিকস অবকাঠামো উন্নয়ন করা প্রয়োজন। বেসরকারি খাতের জন্য লজিস্টিকস অবকাঠামো একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এক্ষেত্রে যথাযথ উন্নয়নে প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ। লজিস্টিকস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির (এলআইডিডব্লিউসি) এক বৈঠকে এমন মন্তব্য করেন বক্তারা।

১৩ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং

ডেভেলপমেন্টের (বিল্ড) যৌথ উদ্যোগে গঠিত এলআইডিডব্লিউসির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ও বিল্ডের চেয়ারপারসন আবুল কাসেম খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক-১ জোবাইদা নাসরীন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-১ আনিসুর রহমানসহ ১৬টি সরকারি ও বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি।

তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বলেন, বেসরকারি খাতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো লজিস্টিকস অবকাঠামো। বর্তমানে দেশের লজিস্টিকস ব্যয় অন্য অনেক দেশের তুলনায় বেশি। সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ উদ্যোগে লজিস্টিকসের জন্য অ্যাডভোকেসি করা জরুরি। বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে আমাদের লজিস্টিকস খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

আবুল কাসেম খান বলেন, উন্নয়নশীল দেশগুলো লজিস্টিকস পরিবেশ উন্নয়নে তাদের জিডিপির ৯-১০ শতাংশ বিনিয়োগ করছে। বাংলাদেশের লজিস্টিকস ব্যবস্থার প্রধান সমস্যাগুলো নিরসন করতে গঠনগত সংস্কার আনতে হবে। অবকাঠামো খাতকে প্রাধান্যশীল খাতের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ঘোষণার দাবিও করেন তিনি।

ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রহমান লজিস্টিকস খাতের সমস্যা নিরসনে কিছু সুনির্দিষ্ট সমাধানের ওপর জোর দেন, যার মধ্যে রয়েছে লজিস্টিকসকে শিল্পনীতিতে একটি খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা; শিল্পায়নের বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করতে ভিন্ন ভিন্ন প্রণোদনার ব্যবস্থা; বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও রেলপথকে বেসরকারীকরণ; শিল্পনীতি প্রস্তুতে বিশেষ প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট বিবেচনায় নেওয়া।

বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো অ্যাসোসিয়েশনের (বিকডা) পরিচালক ক্যাপ্টেন কামরুল ইসলাম মজুমদার বলেন, লজিস্টিকস ব্যয় কমাতে হলে আমাদের বন্দরে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের ব্যয় কমিয়ে আনতে হবে। যেহেতু বেসরকারি আইসিডি যথেষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ, সুতরাং আমদানি পণ্যের হ্যান্ডলিং আইসিডির কাছে হস্তান্তর করা যেতে পারে। আইসিডিকে বিনিয়োগ প্রণোদনা দেওয়া প্রয়োজন।

ব্লু ইকোনমি সম্প্রসারণে প্রয়োজন পরিকল্পিত বিনিয়োগ

দেশের সমুদ্র অর্থনীতি খাত বা ব্লু ইকোনমির সম্প্রসারণে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের পাশাপাশি পরিকল্পিত বিনিয়োগ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিশেষ মেরিন প্ল্যান প্রণয়নের পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ১১ নভেম্বর চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ সেন্টার অব এক্সিলেন্স (বিসিই) আয়োজিত 'ব্লু ইকোনমি: রিয়েলাইজিং দ্য পটেনশিয়াল অব মেরিন ফিশিং ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক ওয়েবিনারে এমন মন্তব্য করেন বক্তারা।

চেম্বার সভাপতি মাহবুবুল আলমের সভাপতিত্বে ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মেরিন ফিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সহসভাপতি ভাইস অ্যাডমিরাল (অব.) জহির উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এডিজি) ও প্রকল্প পরিচালক (টেকসই উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য প্রকল্প), মৎস্য বিভাগ খ. মাহবুবুল হক, ডিপ সি ফিশার্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এনাম চৌধুরী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সের সহযোগী অধ্যাপক ড. এম শাহ নেওয়াজ চৌধুরী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, অর্জিত সমুদ্রসীমায় মৎস্য, গ্যাস, তেল, খনিজসহ অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। এ সম্পদ যথাযথভাবে আহরণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ এবং বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি খাতের সমন্বয়ের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। বেসরকারি খাতের উন্নয়নে সরকার সব ধরনের সহায়তা প্রদানে প্রস্তুত রয়েছে।

অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি করতে সম্মত হয়েছে ইন্দোনেশিয়া

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ায় বৈঠক করেছেন সে দেশের শিল্পমন্ত্রী আগুস গুমিওয়াং কার্তাসস্মিতা। শিগগির দ্বিপক্ষীয় অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) স্বাক্ষরের ব্যাপারে উভয়পক্ষ সম্মত হয়েছেন বৈঠকে। ১০ নভেম্বর সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থার (ইউএনআইডিও) সহযোগিতায় ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় শিল্প উন্নয়নের ওপর দ্বিতীয় আঞ্চলিক সম্মেলন শুরুর প্রাক্কালে এ বৈঠক হয়।

বৈঠকে পিটিএ ছাড়াও ব্লু ইকোনমি, কারিগরি দক্ষতা ও হালাল শিল্প বিষয়ে সমঝোতা স্মারক সইয়ে উভয়পক্ষ সম্মত হয়। এ লক্ষ্যে কিছুদিনের মধ্যেই ইন্দোনেশিয়ার শিল্পমন্ত্রী তাদের বাণিজ্যমন্ত্রী ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের নিয়ে বাংলাদেশ সফর করবেন বলে জানা গেছে।

বৈঠকে ইন্দোনেশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এয়ার ভাইস মার্শাল মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় আঞ্চলিক সম্মেলনে অংশ নিতে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা যান শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন।

লাইটার জাহাজের ভাড়া ১৫ শতাংশ বেড়েছে

জ্বালানি তেলের মূল্য বাড়ায় লাইটার জাহাজ পরিচালনাকারী সংস্থা ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেল (ডব্লিউটিসি) ১৫ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছে। ১৫ নভেম্বর থেকেই নতুন বাড়তি ভাড়া কার্যকর হবে।

আগের ভাড়ায় সিমেন্ট কারখানার কাঁচামাল ক্লিংকার পরিবহনের ভাড়া ছিল টনপ্রতি ৪১৫ টাকা। ১৫ শতাংশ বাড়ানোতে এই ভাড়া এখন হবে ৪৭৭ টাকা।

বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, কোস্টাল শিপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, কনটেইনার শিপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ইনল্যান্ড ভেসেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দরা ঢাকায় এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেন।

ডব্লিউটিসির বর্তমান ভাড়ার তালিকায় কুতুবদিয়া, চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙর ও কর্ণফুলী নদীর বিভিন্ন ঘাট থেকে পণ্য পরিবহনের যে ভাড়া নির্ধারণ করা আছে, সেই ভাড়ার সঙ্গে জ্বালানি তেলের বৃদ্ধি হওয়া মূল্য সমন্বয় করে ১৫ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ডব্লিউটিসি পরিচালনাধীন প্রায় ১ হাজার ৮০০টি লাইটার জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে বড় জাহাজ থেকে আমদানি পণ্য খালাস করে দেশের প্রায় ৪০টি স্থানে পরিবহন করে।

ডিজেলের দাম সমন্বয়ে সরকারের প্রতি আহ্বান বিজিএমইএর

বিশ্ববাজারে দাম কমায় দেশের বাজারে ডিজেলের মূল্য সমন্বয় করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান। তিনি বলেছেন, ডিজেলের দাম বৃদ্ধির ফলে মূল্যস্ফীতি বাড়বে, বাড়বে জিনিসপত্রের দাম। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমায় দেশেও ডিজেলের মূল্য সমন্বয়ের বিষয়ে সরকারের সদয় দৃষ্টি কামনা করেন তিনি।

বিজিএমইএর সভাপতি হিসেবে সম্প্রতি যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম ও স্কটল্যান্ড সফর করেন ফারুক হাসান। সে উপলক্ষে ২০ নভেম্বর রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে ডিজেলের দাম সমন্বয়ের আহ্বান জানান বিজিএমইএর সভাপতি।

লিখিত বক্তব্যে বিজিএমইএর সভাপতি বলেন, ডিজেলের দাম ২৩ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। সেই অনুপাতে পণ্য পরিবহন, জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন, আনুষঙ্গিক কাঁচামাল ও সেবার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় খরচ বেড়ে যাবে ৪-৫ শতাংশ।

চট্টগ্রাম বন্দর মহিলা কলেজে ৯ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু কর্নারের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান। এ সময় পর্ষদ সদস্য মো. জাফর আলম, কমডোর এম নিয়ামুল হাসান ও কলেজের অধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন

ছবিতে সংবাদ

বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধিদল ১৪ নভেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় করেন।

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের একটি প্রতিনিধিদল ১৪ নভেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় বন্দর সচিব মো. ওমর ফারুক উপস্থিত ছিলেন।

জার্মান দূতাবাসের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ৩০ নভেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় বন্দর সচিব মো. ওমর ফারুক উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি ৭ নভেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত ফাম ভিয়েত চিয়েন ৮ নভেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় করেন।

অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) বিভিন্ন দেশে নতুন করে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ছে। এতে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন শঙ্কা সৃষ্টি হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান। তিনি বলেন, 'জার্মানিতে দৈনিক সংক্রমণ ৫২ হাজার ছাড়িয়েছে। অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, ফ্রান্সসহ প্রায় সব ইউরোপীয় দেশে সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী। নিঃসন্দেহে এটি আমাদের জন্য বড় দুশ্চিন্তার কারণ।'

তিনি আরও বলেন, 'ইউরোপে খুচরা বিক্রি এখনো স্বাভাবিক পর্যায়ে আসেনি। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, সেখান আমাদের খুচরা বিক্রি করোনার আগের বছরের তুলনায় ১৫ শতাংশ পেছনে। তার ওপর করোনার আঘাতে আবারও যদি ইউরোপের জনজীবন ব্যাহত হয়, তাহলে আমাদের পোশাক শিল্পের ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে।'

বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সুপারিশ জাতিসংঘের

বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) কাতার থেকে উত্তরণের সুপারিশ করেছে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ। পরিষদের ৭৬তম বৈঠকের ৪০তম প্লেনারি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় ২৪ নভেম্বর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এটিকে 'ঐতিহাসিক অর্জন' বলে মন্তব্য করেছেন এবং একে বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রার এক মহান মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করেছেন।

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসির (সিডিপি) ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় দ্বিতীয়বারের মতো এলডিসি থেকে উত্তরণের মানদণ্ড পূরণের সুপারিশ লাভ করে বাংলাদেশ। সিডিপি একই সঙ্গে বাংলাদেশকে ২০২১ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর প্রস্তুতিকালীন সময় দেওয়ার সুপারিশ করেছিল।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশই একমাত্র দেশ, যে দেশ জাতিসংঘ নির্ধারিত তিনটি মানদণ্ড পূরণের মাধ্যমে এলডিসি থেকে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশের এ অর্জন বিশ্বদরবারে এ দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে এবং আরও অধিকতর উন্নয়নের যাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে।

প্রস্তুতিকালে বাংলাদেশ এলডিসি হিসেবে যেসব সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আসছিল, সেগুলো অব্যাহত থাকবে। তা ছাড়া বর্তমান নিয়মে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে বাংলাদেশ ২০২৬ সালের পর আরও তিন বছর অর্থাৎ ২০২৯ সাল পর্যন্ত শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

মেরিটাইম জোন আইন সংশোধনের প্রস্তাব পাস সংসদে

সাগরে জলদস্যুতার অপরাধে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রেখে মেরিটাইম জোন আইন সংশোধনের প্রস্তাব পাস করেছে সংসদ। ২৮ নভেম্বর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন ১৯৭৪ সালের 'টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোন' আইন সংশোধনের জন্য 'টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল-২০২১' সংসদে পাসের প্রস্তাব করলে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়। এর আগে বিলের ওপর দেওয়া জনমত যাচাই-বাছাই কমিটিতে পাঠান এবং সংশোধনী প্রস্তাবগুলোর নিষ্পত্তি করেন স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী।

বিলটি পাস হওয়ায় অভ্যন্তরীণ জলসীমা ও রাষ্ট্রীয় জলসীমা, ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানে সমুদ্রসম্পদের ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো।

বিলে বলা হয়েছে, জলদস্যুতা, সশস্ত্র চুরি, সমুদ্র সন্ত্রাস করতে গিয়ে কেউ খুন করলে মৃত্যুদণ্ড হবে। আর জলদস্যুতা বা সমুদ্র সন্ত্রাসের শাস্তি হবে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। এছাড়া দস্যুতা করে যা সে লুট করবে, তার জন্য জরিমানা হবে। কোনো ব্যক্তি জলদস্যুতা বা সমুদ্র সন্ত্রাসের চেষ্টা বা সহায়তা করলে সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৪ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় জলসীমায় অবস্থানকালে কোনো বিদেশি জাহাজে অপরাধ সংঘটিত হলে অপরাধী গ্রেপ্তার ও তদন্ত পরিচালনায় এ আইন প্রযোজ্য হবে।

বাষ্পচালিত থেকে চালকবিহীন জাহাজ

জাহাজের প্রপালশন সিস্টেমের বিবর্তন

১৮২২: কয়লানির্ভর বাষ্পচালিত জাহাজ

বাষ্পীয় ইঞ্জিন জাহাজে ব্যবহার শুরু হয় উনিশ শতকের শুরুতে। বিশ্বের প্রথম আয়রন স্টিম জাহাজ অ্যারন ম্যানবাই সাগরে ভাসে ১৮২২ সালে।

১৮৩৮: প্রপেলারচালিত জাহাজের আবির্ভাব

জোসেফ রাসেল ১৮২৭ সালে জাহাজের স্ক্রু প্রপেলার আবিষ্কার করেন। ১৯৩৮ সালে এই ধরনের প্রপেলারযুক্ত বিশ্বের প্রথম বাষ্পচালিত জাহাজ এসএস আর্কিমিডিস পানিতে ভাসে।

১৮৭৬: কম্বাশন ইঞ্জিনের আবির্ভাব

প্রকৌশলগত বিপ্লবের ধারাবাহিকতায় ১৮৭৬ সালে কম্বাশন ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হয়। প্রথম দিকে এই ধরনের ইঞ্জিনচালিত জাহাজে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হতো পেট্রোল, যা অনেক ব্যয়বহুল ছিল।

১৮৯২: ডিজেল ইঞ্জিন আবিষ্কার

রুডল্ফ ডিজেল ১৮৯২ সালে ব্যয়সাশ্রয়ী ও অধিক কর্মদক্ষতাসম্পন্ন টু-স্ট্রোক কম্বাশন ইঞ্জিনের পেটেন্ট করান, যেটি ডিজেল ইঞ্জিন হিসেবে পরিচিতি পায়। ১৯১২ সালে ডিজেলচালিত প্রথম বড় জাহাজ এমএস সেলান্ডিয়া সাগরযাত্রা করে।

১৯৪০: বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ব্যবহার কমে যাওয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে বেশকিছু বাষ্পচালিত জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায়। অন্যদিকে ব্যয়সাশ্রয়ী হওয়ায় ডিজেল ইঞ্জিনের ব্যবহার জনপ্রিয় হতে শুরু করে। ধীরে ধীরে বাষ্পচালিত জাহাজের জায়গা দখল করে নিতে শুরু করে ডিজেলচালিত জাহাজ।

১৯৫৪: ওয়াটার-জেট প্রপালশন

অধিক কর্মদক্ষ ও শব্দদূষণবিহীন ওয়াটার-জেট প্রপালশন চালু হয় ১৯৫৪ সালে। তবে এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ বেশ ব্যয়সাপেক্ষ।

১৯৫৯: বাস্তবতায় এলএনজি

বিশ্বের প্রথম এলএনজিচালিত জাহাজ মিথেন পাইওনিয়ার সাগরযাত্রা করে ১৯৫৯ সালে। বর্তমানে এলএনজিচালিত জাহাজের সংখ্যা ২০০-এর কাছাকাছি।

১৯৭০: জ্বালানি তেলের সংকট

সত্তরের দশকে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলের সংকট দেখা দেয়। এই সংকট দূর করতে তেল পরিশোধনকারীরা উৎপাদন বাড়াতে বাধ্য হয়। এর ফলে বাজারে নিম্নমানের ও অধিক ঘন এইচএফওর সরবরাহ বেড়ে যায়।

২০০৭: জাহাজের গতি কমানো

জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ায় শিপিং কোম্পানিগুলো ব্যয়সাশ্রয়ের লক্ষ্যে জাহাজের গতি কমিয়ে দেয়। কারণ গতি কমালে শক্তি কম লাগবে, জ্বালানিও সাশ্রয় হবে। তবে এর নেতিবাচক দিকও ছিল। জাহাজের গতি কমে যাওয়ায় সরবরাহে বিলম্ব দেখা দেয়, যার ফলে সাপ্লাই চেইনের ওপর চাপ তৈরি হয়।

২০০৮: পরিবেশবান্ধব জাহাজ: সৌর ও বায়ুশক্তির ব্যবহার

জলবায়ু পরিবর্তন ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির কারণে শিপিং খাত সৌর ও বায়ুশক্তির মতো বিকল্প উৎসের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হয়। প্রথম সৌরশক্তিচালিত জাহাজ পানিতে ভাসে ২০০৮ সালে।

২০১৫: জ্বালানিসাশ্রয়ী প্রপেলার

২০১৫ সালে হুন্দাই হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ এমন এক প্রপালশন সিস্টেম আবিষ্কার করে, যা প্রপেলারের কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে দেয়। এতে ২ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত জ্বালানি সাশ্রয় হয়।

২০১৭: চালকবিহীন জাহাজ

২০১৭ সালে প্রথম দূরনিয়ন্ত্রিত জাহাজ প্রদর্শন করে রোলস রয়েস। এরপর আরও বেশ কয়েকটি কোম্পানি এই প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করতে শুরু করে। এই ধরনের জাহাজগুলোয় ব্যাটারি প্রপালশন সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।

২০২১: বৈদ্যুতিক জাহাজ

পরিবেশদূষণ ও ব্যয়সাশ্রয়ের জন্য বৈদ্যুতিক প্রপালশন সিস্টেমের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। চলতি বছরের নভেম্বরে প্রথমবারের মতো সাগরযাত্রা করেছে বিশ্বের প্রথম ইলেকট্রিক সেলফ-প্রপেলড কনটেইনার জাহাজ ইয়ারা বার্কল্যান্ড।

খতিয়ান

বন্দরের কার্গো ও কনটেইনার ওঠানামার মাসিক পরিসংখ্যান

২০২০ ও ২০২১ সালের নভেম্বর মাসের তুলনামূলক চিত্র

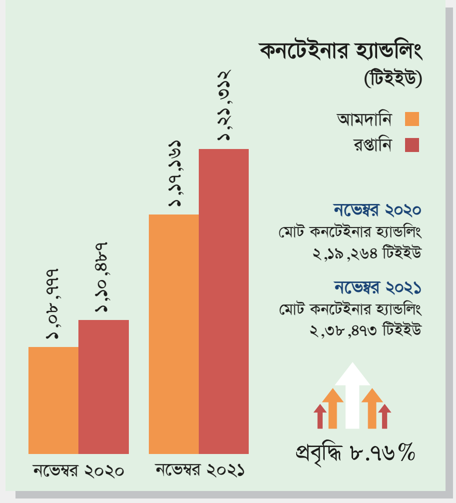

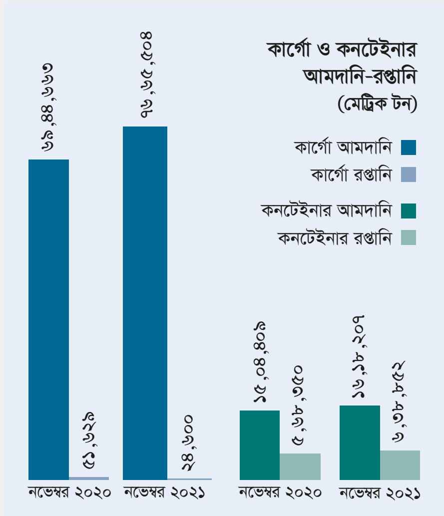

তথ্যযোগ

মো. নজরুল ইসলাম
পরিবহন পরিদর্শক, অপারেশন শাখা, পরিবহন বিভাগ

MARITIME MAGAZINE IN ENGLISH FROM CPA

Request for your hardcopy:
enlightenvibes
@gmail.com

BANDARBARTA
a monthly maritime magazine by
Chittagong Port Authority